NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ মহাকুম্ভের জন্য গত ৩ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যায় রেলের

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী এশিয়াটিক সোসাইটিতে ২

কলকাতা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.02.2025, Vol.18, Issue No. 249 8 Pages, Price 3.00

‘ধর্ম বেচে খাইনা...ভাগাভাগির চেষ্টা করলে বরদাস্ত করব না’

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে শুভেন্দুকে জবাব মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের অভিভাষণের উপর আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে একটি ধর্মকে নিয়ে বেসাতি করার অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তার দল সমস্ত ধর্মকে সম্মান করে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের মদতেই রাজ্যে জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত বলে বিরোধীদের তোলা অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জানান, তাঁর সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্ক আছে কেউ প্রমাণ করলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেবেন। বিরোধী দলনেতার এই ধরনের মন্তব্যের বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি লিখবেন বলে জানান। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে রাজ্যে মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই।

রাজ্যপালের ভাষণের জবাবে মঙ্গলবার বিধানসভায় বক্তৃতা করেন মমতা। সেখানেই শুভেন্দুর আক্রমণের জবাব দেন। মমতা বলেন, ‘বক্তৃতা করার অর্থ কাউকে আঘাত করা, ঘৃণা ভাষণ দেওয়া, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, অশান্তিতে ইন্ধন জোগানো নয়। বিধানসভায় অনেক জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, যাঁরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খি স্টান, কেউ শিখ, কেউ আদিবাসী, কেউ তপসিলি, কেউ রাজবংশী। মানুষ সকলকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন। এমন কী হল যে একাট ধর্মকে বিক্রি করে খাচ্ছেন আপনারা?’

মমতা জানিয়েছেন, তিনি কখনও ধর্ম, জাত, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী নিয়ে কথা বলেন না। কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে তিনিও ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। কিন্তু কাউকে ঘৃণা করতে শেখেননি। নিজের বাবার কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ৪০-৪২ বছর বয়সে মারা যান। আমরা তখন ছোট। কিন্তু তার মধ্যেই সকলকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছিলাম। আমাকে ৫০টা গালাগালি দিন, গায়ে লাগবে না। কিন্তু ভাগাভাগির চেষ্টা বরদাস্ত করব না আমি। আমি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে রাজনীতি করি না।’

শুভেন্দুর আক্রমণের জবাবে মমতা আরও বলেন, ‘আমি না কি হিন্দুধর্মকে তাচ্ছিল্য করি, মুসলিম লিগ করি? এ জীবনে আমাকে এসবও শুনতে হবে! জম্মু ও কাশ্মীর, বাংলাদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে না কি সম্পর্ক আমার। প্রমাণ করতে পারলে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব। পদত্যাগ করব। আমাকে জঙ্গিনেতা বলেছেন। আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে একথা বলতে পারেন কি না, চিঠি লিখব প্রধানমন্ত্রীকে। এখনও আমরা আছি বলে বাংলা শান্ত আছে। এটা সর্বধর্মের মানুষের দান। আপনারা (বিজেপি) তো সীমান্তে গিয়েছিলেন উস্কানি দিতে? ভুলে গিয়েছিলেন বাংলাটা দেশের মধ্যে পড়ে।’

রাজ্যের সরকারকে একদিন আগে ‘মোল্লাদের সরকার, মুসলিমদের সরকার’ বলে উল্লেখ করেন শুভেন্দু। সেই নিয়ে মমতার বক্তব্য, ‘আমি মুসলিম লিগ? বাংলায় কত শতাংশ মুসলিম থাকে? নতুন করে জনগণনা হয়নি। কিন্তু বাংলায় যে মুসলিমরা রয়েছে, তারা স্কুলে যাবে না? শিক্ষা পাবে না? তাদের একঘরে করে দিতে হবে? তাদের মারতে হবে, খুন করতে হবে? আর আমি যদি বলি আমার হাতের পাঁচটা আঙুলের মতো হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ সবাই সমান, সেটা অন্যায়! আমাকে মুসলিম লিগ বলছে! নির্বাচনের সময় তৃণমূলকে হারাতে আপনারাই তো মুসলিম লিগের সাহায্য নেন? অন্য দলকে হারাতে সাহায্য নেন। বেলুনটা ফাঁস করব! কিছু বলার আগে মনে রাখবেন। মানুষই থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবেন, আমাকে করতে হবে না। এত অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা, অপপ্রচার করছেন।’

‘মৃত্যুকূপ মহাকুম্ভ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে চলছে মহাকুম্ভ মেলা। আর ওই মেলায় পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু এবং লাগাতার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মহাকুম্ভ মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুকূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি। শ্রদ্ধা জানাই পবিত্র গঙ্গা মাকে। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুললেন? পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের প্রকৃত সংখ্যা আড়াল করা হয়েছে। কয়েক হাজার দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একের পর এক জায়গায় আগুন লেগেছে। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এত বার আগুন লাগল কেন? ওই ঘটনায় কতগুলো কমিশন গিয়েছে? শুধু ভিভিআইপিদের যাওয়া নিয়ে প্রচারের ঢক্কানিনাদ বাজানো হয়েছে।’

‘অভিবাসী’ ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে ভারত-আমেরিকার আরও নিবিড় সম্পর্কের বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে ‘অভিবাসী’ ভারতীয়দের শিকল পরিয়ে দেশে ফেরাচ্ছে আমেরিকা! নরেন্দ্র মোদি আমেরিকা সফরে থাকাকালীন কীভাবে এই কাজ করতে পারে ট্রাম্প সরকার? প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা কী? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বলেন, ‘আমরা আছি বলে দেশের কোনও ব্যাপারে বাংলা প্রশ্ন তোলে না। কেন শিকল পরিয়ে আনা হল? আপনারা বললেন ওটা প্রোটোকল।’ প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘আপনি যেদিন উপস্থিত ছিলেন সেদিনও ওইভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। আপনি বলতে পারতেন, ফ্লাইট পাঠিয়ে নিয়ে আসছি। সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন। সেই দায়িত্ব তো আপনারা নেননি। তারপরও আমরা তো কিছু বলিনি।’ আরও গলা চড়িয়ে তিনি বলেন, ‘আজ বলছি কারণ বাধ্য হয়েছি। না বললে তো আপনারা আমায় জঙ্গিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন। আমার মরে যাওয়া ভালো।’

শহরে ফুটপাথের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ

‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়তলা শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় ৪০ দিনের মধ্যে দোষীর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার বিকেলে রায় শোনাল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। বস্তুত, আদালতের এই নির্দেশ নজিরবিহীন। কারণ, নির্যাতিতার মৃত্যু হয়নি। যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে ভাবে সাত মাসের একটি শিশুকন্যাকে অত্যাচার করা হয়েছে, তা বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ।

গত ৩০ নভেম্বর বড়তলা থানায় শিশু নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন ফুটপাথবাসী এক দম্পতি। কয়েক ঘণ্টা পরে ওই ফুটপাথ থেকেই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। তার পর গত ৪ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার ২৬ দিনের মাথায় আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। রাস্তার একাধিক সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে যুবককে চিহ্নিত করেছিলেন তদন্তকারীরা। সোমবার আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে।

অভিযুক্তের নাম রাজীব ঘোষ। লালবাজার সূত্রে খবর, ওই যুবকের বয়স ৩৪। তাঁর বাড়ি ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এলাকায়। নিগৃহীত শিশুটি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার যৌনাঙ্গে একাধিক ক্ষতচিহ্ন ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছিল পুলিশ। হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষায় যৌন নির্যাতনের প্রমাণও পাওয়া যায়।

এই ঘটনায় সোমবার সরকারি আইনজীবী আদালতের বাইরে বলেন, ‘অজস্র সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আমরা দেখেছি। আরজি কর হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসেছিলেন শারীরিক পরীক্ষার জন্য। সেই চিকিৎসকও জানিয়েছেন, এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। যে ভাবে ওইটুকু শিশুর উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তা ভাবা যায় না। আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।’

বড়তলার ফুটপাথের যেখানে শিশুটিকে পাওয়া যায়, সেখান থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরেই তার বাবা-মায়ের বাস। ঘটনার দিন শিশুটিকে রেখে তাঁরা কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে শিশুটিকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২), ৬৫(২) এবং শিশু সুরক্ষা আইনের (পকসো) ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে। ১৩ পাতার চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছিল পুলিশ। তার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিশেষ পকসো কোর্টে বিচারপ্রক্রিয়া চলে। একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সোমবার ধৃত রাজীবকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

সরকারি পক্ষের আইনজীবী বলেন, ‘পকসো আইনে দোষীকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে আমি ছিলাম। বিপক্ষ উকিল আদালতে যুক্তি দিয়েছেন, ছেলেটির বয়স কম। বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা রয়েছে। সেই যুক্তিকে খণ্ডন করতে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। আমরা মনে হয়েছে, কলকাতা পুলিশ ইতিহাস গড়ল। বাংলার বিচার বিচার ব্যবস্থা ইতিহাসের অংশ হল। কারণ, এই ধরনের মামলায় আমরা এখনও পর্যন্ত ফাঁসির সাজা দিতে দেখিনি। এখানে মেয়েটি বেঁচে গিয়েছে। আর বিপক্ষের আইনজীবী বারবার বলেছেন, এখানে মেয়েটি বেঁচে আছেন, তবে কি আমরা ফাঁসি চাইতে পারি? তবে আদালতের আইনে কোথাও বলা নেই ফাঁসির সাজা পেতে শোনাতে গেলে নির্যাতিতার মৃত্যু হতে হবে। আমি বারবার আদালতে বলেছি, মেয়েটি যদি সুস্থ হয়ে বাড়িও ফেরে, ওকে সারাজীবন এই ঘটনা মানসিক যন্ত্রণা দেবে। আদালত এটাকে বিরল থেকে বিরলতম কেস বলেছে।’

এদিন, আদালত মন্তব্য করে, ‘এই ধরনের মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। মেয়েটির দেহ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। তাই মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনও শাস্তি দেওয়ার নেই। এর পাশাপাশি দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।’ দীপক সরকার, ডিসি নর্থ বলেন, ‘সাত মাস বয়সের ফুটপাথবাসী বাচ্চা কিছুই বোঝে না। তার সঙ্গে এই ধর্ষণের ঘটনা। বিষয়টি নজরে আসার পরই আমরা কলকাতা পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তদন্ত শুরু করি। সমস্ত প্রচুর সিসিটিভি ফুটেজ দুদিন ধরে খতিয়ে দেখি। দোষীর হাঁটাচলা ম্যাচ করাতে পেরেছি। দোষীর ডিএনএ পরীক্ষা হয়। বাচ্চাটির ডিএনএ প্রোফাইল দোষী যুবকের জামায় যে রক্ত লেগেছিল তার সঙ্গে মিল পাওয়া গিয়েছে। আদলতকে বোঝাতে পেরেছি এটা বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা।’

বিধানসভার বাইরে মমতার প্রশাসনকে বিঁধলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার ভিতরে বক্তৃতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভিতর-বাইরে পরস্পরের বিরুদ্ধে তোপ দাগা হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বিরোধী দলনেতার বক্তৃতার প্রায় পুরোটা জুড়েই রইল ‘হিন্দু রাজনীতি’। বাকি সময়টুকুতে মমতার প্রশাসনকে আক্রমণ।

মঙ্গলবার বিধানসভার দক্ষিণ গেটের কাছে ১৮ মিনিটের সামান্য বেশি সময় নিয়ে ভাষণ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। বক্তৃতায় তিনি বার বার দাবি করেন, হিন্দুদের হয়ে কথা বলার জন্য তাঁকে বিধানসভার অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে। তবে বিজেপি বিধায়কেরা ওই ‘সাসপেনশন’ নিয়ে ‘গর্বিত’। কারণ, তাঁরা ‘সনাতনী হিন্দু’।

প্রসঙ্গত, সোমবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশন থেকে শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করার পর মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকারভঙ্গের নোটিস দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। অধিবেশনের শুরুতেই সেই নোটিস পাঠ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শাসকদলের তরফে জানানো হয়, ‘ধর্ম’ নিয়ে মন্তব্যের জন্যই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ওই পদক্ষেপ। স্পিকার আশঙ্কা প্রকাশ করেন, শুভেন্দুর কথায় মানুষ প্ররোচিত হলে বাংলা ‘অশান্ত’ হতে পারে। শোভনদেব বলেন, ‘ন্যক্কারজনক ব্যবহার করেছে। জাতির লজ্জা। গণতন্ত্রের লজ্জা। তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আশা করি, সারা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ধিক্কার জানাবেন।’ প্রস্তাবে সমর্থন জানান তৃণমূল বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস এবং দেবাশিস কুমার।

বিধানসভার বাইরে নিজের ভাষণে শুভেন্দু প্রত্যাশিত ভাবেই পাল্টা রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য করেই তোপ দাগেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন তিনি।

শুভেন্দু বার বার দাবি করেন, হিন্দুদের হয়ে কথা বলেছেন বলেই তাঁকে এবং দলের অন্য তিন বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দু’কোটিরও বেশি হিন্দু ভোট-এ জয়ী হয়েছেন তাঁরা। তাই তাঁরা হিন্দুদের হয়েই কথা বলবেন। শুভেন্দুর ভাষণের সুর ধরা পড়েছে বিজেপি বিধায়কদের পোশাকেও। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, ঊর্ধ্বাঙ্গে সাদা টিশার্ট, তাতে লেখা, ‘গর্ব করে বলো, আমি হিন্দু’। কখনও তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন ‘ভারত মাতা কি জয়’, কখনও মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবি তুলেছেন।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে শুভেন্দু দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতার মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস। গত চার বছরে তিনি কাউকে চাকরি দিতে পারেননি। আগামী কয়েক মাসেও দিতে পারবেন না। রাজ্যে দু’কোটির বেশি বেকার। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা)-র সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, মমতার সরকার ‘কর্মচারী বিরোধী’।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা পরিকাঠামো তৈরির জন্য রেল বা বিএসএফ জমি চাইলেও দেন না বলে শুভেন্দুর অভিযোগ। বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি বিধানসভাকেও নিজের সম্পত্তি বলে ভাবেন!’ শুভেন্দুর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান মানেন না। এমনকি ‘হাউস বিলংস টু অপোজিশন’ নীতিটিও মানেন না।

ভাষণে নাম না করে স্পিকারকেও আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘এখানে এক জন মেরুদণ্ড খুলে রেখে আসেন। তাঁর একটা চোখ খোলা। একটা বন্ধ। তিনি বহিষ্কার করেছেন। আমরা গর্বিত। হতাশ নই। কারণ আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু। হিন্দুস্তানের মানুষ।’ স্পিকার বিমান পাল্টা বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা কী ভাষায় কথা বলছেন? তাঁর কথায় যে বাংলা এখনও অশান্ত হয়নি, এটা ভাল। ওই ভাষায় প্ররোচিত হলে বড় ধরনের অশান্তি হতে পারে।’

দত্তপুকুর: ১৬ দিন পর ডোবা থেকে মিলল হারানো কাটা মাথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ১৬ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পর এলো পুলিশের সাফল্য। অবশেষে কাটা মাথা উদ্ধার করলো দত্তপুকুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন পশ্চিম মুড়ালির রেল কোয়াটারে পেছনের কচু বন থেকে হজরত লস্করের কাটা মুণ্ড উদ্ধার করে পুলিশ। স্ত্রীর উপর যৌন নির্যাতন, চুরির মালের ভাগবটরা নিয়ে অশান্তি ও পুলিশের খোচর হয়ে যাওয়ার কারনেই হজরতকে খুন করা হয়েছিলো বলেই পুলিশকে জানিয়েছে এই খুনের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ জলিল গাজি ও তার স্ত্রী সুফিয়া বিবি। এদিন তাদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ প্রথমে খুনের স্থল বাজিতপুর এলাকায় চাষের জমিতে যায়। সেখানেই দুজনকে দিয়ে খুনের পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। পরে বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এসে কাটা মুণ্ডর হদিস দেয় জলিল। ঘটনাস্থলে আনা হয় হজরতের মা, বাবা ও স্ত্রীকে। বাজারের ব্যাগের মধ্যে থাকা পচাগলা মাথা উদ্ধারের পর তার পরিবারের লোকেদের সেটি দেখিয়ে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হবে মাথাটি হজরতের কিনা।

পাশাপাশি, পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, নিহত হজরতের সঙ্গে সুফিয়ার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সুফিয়া ও জলিলের বামনগাছির বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষ্মীকান্তপুরের বাসিন্দা হজরতের। খুনের আগের রাতেও হজরত সুফিয়াদের বাড়িতে এসেছিলেন। জলিলকে জেরায় জানা গিয়েছে, স্ত্রী সুফিয়ার সঙ্গে হজরতের যৌনসম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি তিনি। পরবর্তী কালে সম্পর্কে আপত্তি জানাতে শুরু করেছিলেন সুফিয়াও। কিন্তু হজরত শোনেননি। তা ছাড়া, সুফিয়াকে শারীরিক অত্যাচারও করতেন হজরত। এর পরেই স্বামী-স্ত্রী দু’জনে মিলে হজরতকে খুনের পরিকল্পনা করেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, খুন ও তার পরবর্তী প্রমাণ লোপাটের গোটা ঘটনায় স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন সুফিয়াও। স্ত্রীর উপর যৌন নির্যাতন চালাতেন বলে খুনের পর হজরতের যৌনাঙ্গও কেটে দিয়েছিলেন জলিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে Somnath Banerjee S/o. Subodh Banerjee ও Somnath Banerjee S/o. Lt. S. Ch. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Sk. Khayer S/o. Sk. Moshai ও Sk. Khayer S/o. Sk. Moshal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে Prashanta Banerjee S/o. Sushil Banerjee ও Prasanta Banerjee S/o. S. K. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Dibakar Pal S/o. Kalipada Pal ও Dibakar Paul S/o. K. P. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Prashanta Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shekhar Mondal, S. Mondal ও Sekhar Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Sangita Shee D/o. Subhas Dalui গত ইং ১১/০২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sufi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১১/০২/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ৭১৫ নং এফিডেভিট বলে Sufi ও Sangita Shee D/o. Subhas Dalui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Anand Gupta S/o. Gulab Gupta ও Ananda Gupta S/o. G. C. Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Ranjit Kumar Mitra S/o. Makhan Lal Mitra ও Ranjit Kr. Mitra S/o. K. L. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৯৪১ নং এফিডেভিট বলে Murari Dey S/o. Kalipada Dey ও Murari Mohan De S/o. K. P. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি Payel Bairagi পিতা Ashim Bairagi ঘোষণা করছি যে আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও বার্থ সার্টিফিকেটে আমার বাবার নাম ভুলবশত Ashim Kumar Bairagi লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গত ২০/১১/২০২৪ তারিখে বারাসতের এল.ডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং ৩৯৩৪ দ্বারা **Ashim Bairagi** ও **Ashim Kumar Bairagi** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

Change of Name

I, **Sunil Kumar Bijlani** S/o Sanmukh Lal Bijlani R/o- Anandanagar, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Distt.- Paschim Medinipur, 721305, W.B solemnly affirm and declare that in my Driving Licence vide no- UP6519990021047 dated 07/08/1999 issued at Varanasi my, my father's name & DOB have been wrongly written as **S.K. Bijlani** (DOB: 17/09/1980) S/o **S.L. Bijlani** instead of **Sunil Kumar Bijlani** (DOB: **17/08/1971**) S/o Sanmukh Lal Bijlani vide affidavit no 713/08 Dated 11/02/2025 In the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Kharagpur. **Sunil Kumar Bijlani** (DOB: **17/08/1971**) S/o **Sanmukh Lal Bijlani and S.K. Bijlani** (DOB: 17/09/1980) S/o **S.L. Bijlani** is same one and identical person.

DECLARATION

I, Rajiya Khatun W/O Bishal Sk. residing at Vill : Raninagar, P.O.: Radharghat P.S.: Domkal Dist: Murshidabad do hereby declare vide affidavit filed in the court of Executive Magistrate, 1st Class at Berhampore dated **16.01.2025** that my actual and correct name is Rajiya Khatun and it is recorded in my Aadhar Card. After my marriage with Bishal Sk., one female child was born but in her birth certificate, my name has been recorded as Rajiya Bibi and her name as Megna Khatun in place of her correct name Farhana Khatun. Rajiya Khatun and Rajiya Bibi are one and same person & Farhana Khatun and Megna Khatun are one and same person.

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

সুব্রত কুমারী এ্যাডভোকেট
Enroll. No.- F/1818/2014

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ৬ ই ফাল্গুন। বুধ বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ, সকাল ৮/২৯ মিনিট পরে অশুভ ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ জয়ন্তী দিবস । ধর্মপ্রাণা রানী রাসমনি র প্রয়ান দিবস। দেশনায়ক গোপাল কৃষ্ণ গোখলের প্রয়াণ দিবস।)

LOST AND FOUND

It is here by notified that on 16.08.2024. I have lost my registered Deed of Conveyance being no. I-7377 of the year 2000, registered at A.D.S.R. Barrackpore, North 24 Parganas and registered complain at Khardah P.S. Vide G.D.E. No. 1179 dated 16.08.2024. Now I am willing to sold out the said property which is situated at 39/25, P.N. Mukherjee Road, P.O.- B.D. Sopan, P.S.- Khardah, Kolkata- 700116. If any person have any objection or interest there upon raise objection within 15 days from the date of publication of this notice otherwise the law will take it's own course.

Sd/-
Arabindo Kumar Dewan
Address- Kulin Para, P.O.- B.D. Sopan, P.S.- Khardah, North 24 Parganas, West Bengal, Kolkata- 700116

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল, শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী কাসেরা, স্বামী প্রয়াত চন্দ্র কুমার কাসেরা, ৫, জানকি শাহ রোড, শেঠিয়া হাউস হেস্টিং, কলকাতা : ৭০০০২২, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৬০২১১০৫৮-২০১৫ সালের, গ্রিন ফিল্ড সিটি, প্রেমিসেস নং ই-৩/৩৯৮, শিবরামপুর রোড, ব্লক ৬৫-৩ডি, থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১, তারিখ ১১.০২.২০২৫ হেস্টিং বাজারে আনুমানিক বিকেল ৫.৩০ টার সময় দলিলের ফটো কপি করানোর সময় হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হেস্টিংস থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১০৫৩ তারিখ ১৭.০২.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে বা দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that I, Saimoon Parvin, D/o Nojmul Islam Molla and Sagira Parvin Mallick, residing at Hatiara, Rabindra Nazrul Nagar, P.O. Hatiara, P.S. Eco Park, North 24 Parganas, West Bengal, Pin-700157, declare that:
1. My mother's names "Sagira Parvin Mallick" and "Sagira Parvin" refer to the same person. I shall use "Sagira Parvin Mallick" in all the records.
2. My father's names "Nojmul Islam Molla" and "Nojmul Islam" refer to the same person. I shall use "Nojmul Islam Molla" in all the records.
Assworn before the Learned First Class Judicial Magistrate, Calcutta vide affidavit No. 3734 dated 21.01.2025.

আমমোক্তারনামা

আমি ১) অন্নপূর্না দে স্বামী ভবানী প্রসাদ দে ২) গীতা দে স্বামী মধুসুদন দে ৩) মিতা দাস স্বামী গৌরচন্দ্র দাস ৪) সুবর্না বড়াল স্বামী রাকেশ বড়াল সর্ব সাং তেতুলতলা পূর্বাচল লেন নং ৮, পোঃ-রাজারহাট, গোপালপুর, থানা নারায়নপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৬ এ.আর.এ (II) রেজিষ্ট্রী অফিসে ১৫৮১৫ নং ২৪/১২/২২ সালে কান্দরা গ্রামের বাসিন্দা প্রবীর দে, পিতা ভবানী প্রসাদ দে কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। আমাদের ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় ও রেকর্ড করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। কান্দরা মৌজায় দাগ নং ৫০৭১, ৫১৭৪ খতিয়ান নং ৯৪০, উক্ত দাগ গুলির সনন্ধে কারো কোন আপত্তি থাকিলে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার B.L & L.R.O আপত্তি জানাতে পারেন।

আমমোক্তারনামা

আমি ১) রমবা বিবি, স্বামী নুর আলি সেখ ২) নুর মহম্মদ সেখ ৩) নুরেজামান সেখ ৪) নুর ইসলাম সেখ ৫) মহাঃ জহিরুদ্দিন সেখ সর্ব পিতা নুর আলি সেখ ৬) ফেন্সি বেগম স্বামী আজিদ সেখ ৭) রোজি বেগম স্বামী নাজিদ সেখ ৮) ডেজি খাতুন স্বামী নজরুল ইসলাম ৯) নুরশোভা খাতুন স্বামী কাওসার হোসেন, সাং ও পোঃ সালার, জেলা মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার রেজিষ্ট্রী অফিসে IV-9/2012 সালে সালার গ্রামের বাসিন্দা নুর হোসেন, পিতা নুর আলি সেখ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। আমাদের ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় ও রেকর্ড করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।সালার মৌজায় ১৯২৬৬, ১৯২৬৩, ১৭৩৪ খতিয়ান দাগ নং ৪৮১৫/৫৭৭৫ ও ৪৮১২ উক্ত দাগ গুলির সনন্ধে কারো কোন আপত্তি থাকিলে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাতে পারেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা-শান্তিপুর, ব্লক, শান্তিপুর, ৫৪নং ফুলিয়া মৌজায় LRS ১৪১/১ খতিয়ানে RS ও LRS ১৭ দাগে ৬.৬ শতক জমি যাহা **প্রভাস ঘোষ ওরফে প্রভাস চন্দ্র ঘোষ,** পিতা ৺নীরাপদ ঘোষের পক্ষে গত ইং ০৪.০৬.২০২০ তারিখে ADSR শান্তিপুর অফিসে ১৮০৬/২০২০ নং আমমোক্তারবলে **শ্রী স্নিগ্ধাংশু শেখর দাস এবং শ্রী সবুজ বিশ্বাস** হইতে গত ইং ০৭.০১.২০২৫ তারিখে আমার মক্কেল **নুরজাহান সেখ,** স্বামী জানাব সেখ DSR নদীয়া অফিসে ১৯৪নং বিক্রয়কোবালা দলিলবলে খরিদ করেন। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না। **ধনঞ্জয় ঘোষ (এ্যাডভোকেট)**
রানাঘাট কোর্ট, নদীয়া।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমতী জবা ভট্টাচার্য্য, স্বামী – শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, সাং - ১৫/১৮ বিদ্যাপতি রোড বি-জোন দূর্গাপুর, দূর্গাপুর, পশ্চিম বর্দ্ধমান-৭১৩২০৫, ২) **শ্রীমতী অপরাজিতা মুখার্জ্জী,** স্বামী - শ্রী অমর মুখার্জ্জী, সাং – পূর্ব বিটরা, বিটরা, মেমারী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, বিগত ইংরাজীর ২৬/০৭/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-০০২২/২০১৬ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়,** পিতা - প্রনব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাং - বৈঁচি গ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচি গ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে ০৪/১১/২০১৬ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩২৫৬/২০১৬ নং দলিল মূলে **নিহার মন্ডল,** পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল, সাং - বৈঁচি গ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচি গ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৩৫ মহাশয়কে ৩.৫ শতক সম্পত্তি ও ২) এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে ০৭/০২/২০১৭ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ২২৩/২০১৭ নং দলিল মূলে **অসিত মন্ডল,** পিতা - কিরন মন্ডল ও শ্যামলী মন্ডল, স্বামী - অসিত মন্ডল, উভয়ের সাং-গোবিন্দনগর, থানা-দেশবন্ধুনগর, নিউটাউন, ২৪ পরগনা (উঃ), পিন নং - ৭০০১৫৯ মহাশয়/মহাশয়াকে ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **অসিত মন্ডল ও শ্যামলী মন্ডল** তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ২১/১১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৩৬১/২০২২ নং দলিল মূলে **নিহার মন্ডল,** পিতা- মনোরঞ্জন মন্ডল, সাং বৈঁচি গ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচি গ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৩৫ মহাশয়কে তাহাদের খরিদা ৬ শতকের মধ্যে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা- বৈঁচি গ্রাম, জে.এল. নং ২০, হাল এল. আর ১৪৬৯ খতিয়ানে সাবেক ৫০৫৪ তথা হাল দাগ ৫২৯৮ দাগে পুকুর পাড় সম্পত্তি ১. আনায় ১০৬ শতকের মধ্যে ৩.৫ শতক ও ৬ শতকের মধ্যে ৩.৩০ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **নিহার মন্ডল,** পিতা – মনোরঞ্জন মন্ডল উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি – সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী **নুপুর সাহা,** স্বামী- শ্রী অসিত কুমার সাহা ওরফে অসিত সাহা, সাং ঘূর্ণী আজাদহিন্দ সড়ক, বেলতলা বাজার, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ১৫.০৫.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-5110/2023নং একখানি আমমোক্তারবলে **শ্রীমতী মৌসুমী রানী সাহা,** স্বামী শ্রী সিদ্ধেশ্বর সাহা, সাং ঐ মহাশয়ার নিকট হইতে কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৯৫নং ঘূর্ণী মৌজায় LR ৩৩৭১ নং খতিয়ানে, RS ও LR ১২৪ নং দাগে ২৬.৮৪ শতক সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া উক্ত আমমোক্তারনামার বলে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ইংরাজী ১২.০৭.২০২৩ তারিখের I-7178/2023 নং একখানি বিক্রয় কোবালাবলে **শ্রী কৌশিক দেবনাথ,** পিতা- শ্রী কৃষ্ণ দেবনাথ, সাং সন্ধ্যা মাঠপাড়া, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, হাল থানা- ভীমপুর, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৩.৩৯০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এক্ষণে উক্ত **কৌশিক দেবনাথ** তাহার নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এইবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমার সহিত ৯২৩৩৩৩৩২৩৫ নম্বরে অথবা কৃষ্ণনগর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **অপূর্ব বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)**
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী রাধামাধব নন্দী, পিতা - ৺সত্যচরন নন্দী, সাং ও পোঃ - জামগ্রাম, থানা-পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৬। বিগত ইংরাজীর ২৭/০৯/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV- 218 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী সুনীল কুমার কর্মকার,** পিতা - শ্রী হারাধন কর্মকার) সাং - চাঁপাহাটী, পোঃ- সিমলাগড়, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৫ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/১১/২০১৯ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৬৭২/২০১৯ নং দলিল মূলে **সেখ মাহিরউদ্দিন,** পিতা সেখ রায়হান আলি, সাং - গোয়ারা, পোঃ - সিমলাগড়, থানা পান্ডুয়া, পিন নং ৭১২১৩৫ মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা- গোয়ারা, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল.আর. ৬০৬ খতিয়ানে সাবেক ১০২৭ হাল দাগ ১১৫৪ পুকুর সম্পত্তি ১৲ আনায় ৪৫০ শতকের মধ্যে ০৬ শতক, আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সেখ মাহিরউদ্দিন,** পিতা - সেখ রায়হান আলি উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।
ইতি- **শ্রী সুনীল কুমার কর্মকার**
আমমোক্তার

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সবিতা গাঙ্গুলি, হোল্ডিং নং ৫, ক্ষেত্র চ্যাটার্জি লেন, পোঃ সালকিয়া, হাওড়া পৌরনিগমের অধিক্ষেত্রে ১১ নং ওয়ার্ডের অধীন, থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া-৭১১১০৬-এর সহ-মালিকদের মধ্যে একজন, যিনি ১৭.০৪.২০২৪ তারিখে প্রয়াত হন। আলোচ্য সম্পত্তিতে তাঁর অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করতে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর স্বামী শ্রী অজয় কুমার গাঙ্গুলি, পুত্র অভিষেক গাঙ্গুলি এবং কন্যা শ্রীমতী অনিন্দিতা গাঙ্গুলি নায়ক-কে রেখে গেছেন, যাঁরা, শ্রীমতী মন্দিরা মুখার্জিকে উক্ত সম্পত্তিতে তাঁদের অংশ বিক্রি করতে ২২.১০.২০২৪ তারিখে, আমার মক্কেল শ্রী প্রদীপ মুখার্জি, পিতা প্রয়াত বসন্ত কুমার মুখার্জি, যেখানে থাকেন ৫/১, ক্ষেত্র চ্যাটার্জি লেন, পোঃ সালকিয়া, থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া-৭১১১০৬-এর অনুকূলে একটি রেজিস্টার্ড স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সম্পাদন করেছেন, যেটি জয়েন্ট সাব-রেজিস্টার-১, বাঞ্জারা হিলস, হায়দরাবাদ-এর অফিসে রেজিস্টার করা হয়েছে এবং বুক নং ৪, সিএস নং ৭৪০/২০২৪, পাওয়ার নং ২৯৯ এবং ডক্ট. নং ৬৬০/২০২৪-এ নথিভুক্ত, এবং সেইমতো শ্রী প্রদীপ মুখার্জি আলোচ্য অংশ/সম্পত্তি শ্রীমতী মন্দিরা মুখার্জিকে বিক্রি করেন, যেটি অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, হাওড়াতে সম্পাদিত রেজিস্টার্ড ডিড অফ সেল নং ০৫০২১২০৪৬ তারিখ ০৫.১১.২০২৪, তারপরে উক্ত শ্রীমতী মন্দিরা মুখার্জি আলোচ্য সম্পত্তি শ্রী প্রদীপ মুখার্জিকে গিফ্ট করেন যেটির রেজিস্টার্ড ডিড অফ গিফ্ট নং ০৫০২১৩৭৫৯ তারিখ ২৩.১২.২০২৪ দ্বারা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার সমীপে রেজিস্টার করা হয়েছে। আমার মক্কেল উক্ত প্রদীপ মুখার্জি বি.এল.আর.ও. অফিস, হাওড়া, টাউন সার্ভে অফিস, হাওড়ার সমীপে উক্ত অংশের/সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন যার কেস নং এমএন/২০২৫/০৫১৫/৫৮৩ তারিখ ০৫.০২.২০২৫। ১৭.০২.২০২৫ তারিখে উক্ত মিউটেশন কেসটির শুনানি হয়ে গেছে। আলোচ্য সম্পত্তি/অংশ যেখানে স্থিত তার শিট নং ৭, এলআর প্লট নং ৩১৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৬৩, মৌজা ও থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া। উপরোক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

দ্বারকাধীশ শর্মা
অ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া
মোবাইল : ৯৮৩০৪৯৮০৭৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে, মূল দলিল, যাহা হুগলী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১৯৮১ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার **দলিল নাম্বার ৭৩৫৪/১৯৮১,** বহির নং ১, ভলুম নং ৯৯, পাতা নং ১৮৩ থেকে ১৮৮ লিপিবদ্ধ **(যেখানে অনুপমা পুরকাইত দীং বিক্রেতাগণ এবং সবিতা রায় ক্রেতা)** যাহার জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হুগলী, অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও থানা চুঁচুড়ার সামিল, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকাধীন, জে. এল নং- ১৯, খতিয়ান নং-১৪৪, হুগলী মৌজায় অবস্থিত, আর.এস. (সাবেক) ২৫০৩ নং তথা হাল. এল. আর ২৯৫৬ নং দাগে জমি বাংলা মাপে ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট, যাহা আমার মক্কেল **সুকুমার সিংহ** হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি **জি.ডি.ই ১৩/০২/২০২৫ তারিখে চুঁচুড়া থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং ৭৬৩** এবং একটি হলফনামা (১ম বিভাগ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৭ম কোর্ট আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ ১১/০২/২০২৫) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।
শুভ্রজিৎ দত্ত (এ্যাডভোকেট)
মো: নং- ৭০০৩৪৩১৭৬১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, **শেফালী আচার্য,** বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম,
মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভুম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

মহাকুম্ভের জন্য গত ৩ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যায় রেলের

প্রতিবেদন: ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লি স্টেশনে শনিবার রাতের উপচে পড়া ভিড় এবং পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে ভারতীয় রেল। তাই রেলের বিজ্ঞপ্তি, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ ২০২৫ ইতিমধ্যেই একটি আশ্চর্যজনক ৫৩ কোটি মানুষের পবিত্র স্নান প্রত্যক্ষ করেছে, এটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগমনের সঙ্গে ভারতীয় রেলওয়ে তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্ন পরিবহণ পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মহাকুম্ভের কথা মাথায় রেখে যাত্রীদের নিশ্চিন্তে ভ্রমণের জন্য গত ৩ বছরে ৫,০০০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে রেলস্টেশন আপগ্রেশন, ১৩,০০০টির বেশি ট্রেন চলাচলের নির্ধারিত সময় নিশ্চিত করা এবং উন্নত ভিড় সামলানোর ব্যবস্থাপনা। ভারতীয় রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, বিরামবিহীন ভ্রমণের জন্য যাত্রী চলাচলকে অগ্রাধিকার দিতে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরে সমস্ত পণ্যবাহী ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শান্টিং অপারেশন এড়াতে উভয় পাশে ট্রেন সেট বা ইঞ্জিন সহ ২০০টি রেক স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি রেল বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩,০০০টি ট্রেন পরিষেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১২,৫৮৩টি ইতিমধ্যেই ১৬ ফেব্রুয়ারি এরমধ্যে চালানো হয়েছিল।

আই আর পিক প্যাসেঞ্জার ফ্লো পরিচালনা করে ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজ কুম্ভ এলাকায় আই আর দ্বারা ৩.০৯ কোটি তীর্থযাত্রী পরিচালনা করা হয়েছে। ভক্তদের উন্নত পরিকাঠামো দেওয়া এবং ভিড়ের প্রবাহ পরিচালনা করার জন্য দ্বিতীয় এন্ট্রি-সহ ৯টি রেলস্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪৮টি প্ল্যাটফর্ম এবং ২১টি ফুট ওভার ব্রিজ, নির্বিঘ্নে যাত্রী চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয় রেলওয়ে একটি ব্যাপক নজরদারি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রয়াগরাজ মেলা অঞ্চলের নয়টি স্টেশনে ১,১৮৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করেছে। অপেক্ষমান যাত্রীদের পরিচালনার জন্য ২৩টি স্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া করা হয়েছে। প্রধান স্টেশনগুলিতে ১২টি ভাষায় ঘোষণা করছে রেল। প্রয়াগরাজ, নৈনি, চেওকি এবং সুবেদারগঞ্জ। টিকিটিং প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে ১৫১টি মোবাইল টিকিটিং পয়েন্ট-সহ ৫৫৪টি টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল পরিকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। যেমন, রেলের প্রধান অবকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য ৩,৭০০ কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে। বেনারস-প্রয়াগরাজ রেল একটি নতুন গঙ্গা সেতু নির্মাণ করেছে। রাস্তা ও রেলের গতিশীলতা বাড়াতে ২১টি নতুন রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। সহজ যাত্রী নেভিগেশন জন্য রঙ-কোডেড সিস্টেম, যাত্রী আশ্রমের কালার কোডিং, এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং টিকিট সহজে শনাক্তকরণ এবং যাত্রীদের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথকীকরণের জন্য কাজ করা হয়েছে।

স্টেশন লেভেল, ডিভিশন লেভেল, জোনাল লেভেল এবং রেলওয়ে বোর্ড লেভেল করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য ১৩,০০০ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স কর্মী, ১০,০০০ সরকারি রেলওয়ে পুলিশ এবং আধাসামরিক কর্মচারীরা নিযুক্ত করেছে রেল। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিশেষ ট্রেন থেকে শুরু করে উন্নত ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দক্ষতার সাথে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ পরিচালনা করছে ভারতীয় রেল।

পথ নিরাপত্তায় পুলিশ, ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ-পূর্ব ট্রাফিক গার্ড, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায়, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' উদ্যোগের প্রচারের লক্ষ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করছে। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে, ব্যাঙ্ক পথ সুরক্ষা সচেতনতা বাড়াতে দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানগুলিতে ৬টি দিক নির্দেশক বোর্ড এবং ৬টি সাইননেজ স্থাপন করছে। নিরাপদ ড্রাইভিং সম্পর্কিত সামাজিক বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে যাতে নাগরিকদের জড়িত করা যায় এবং দায়িত্বশীল সড়ক আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার যায়। এই উদ্যোগটি শহরের চলমান পথ নিরাপত্তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার পাশাপাশি সম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং জননিরাপত্তার প্রতি উজ্জীবন এসএফবি'র প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী এশিয়াটিক সোসাইটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষোড়শ শতাধীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হাত ধরে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর পার্ষদরা বাংলা, ওড়িশা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার ও বিস্তার করেন। ঊনবিংশ শতাধীর পর কেদারনাথ দত্ত বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তা দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের মাটিতেও ছড়িয়ে দেন। আজ সারা বিশ্বের মানুষ মহাপ্রভুর ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এই গৌড়ীয় ভাবধারা ও বিস্তারের ইতিহাস এশিয়াটিক সোসাইটি ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেণ্টারের যৌথ উদ্যোগে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির হেরিটেজ ভবনে। এই প্রদর্শনী চলবে ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা প্রদর্শনী খোলা থাকবে সকলের জন্য। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের রিসার্চার ও কিউরেটর সৌরিশ দাস জানান, প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে তৎকালীন কিছু প্রামাণ্য পুঁথি, পেন্টিং ও রেপ্লিকা। মহাপ্রভুর হাতের লেখা পুঁথি যেটা গৌরাঙ্গ টোল মন্দির নবদ্বীপে রয়েছে, এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে থাকা বিভিন্ন পুঁথি ও দিপেন বোসের ১৯৬০ দশকের আঁকা মহাপ্রভুকে নিয়ে আঁকা নানা ছবি সেগুলিও প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিদিন নানা আলোচনার আয়োজনও করা হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির এডমিনিস্ট্রেটর লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনন্ত সিনহা ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন আকাদেমিক ড. সুমন্ত রুদ্র ও শিল্পপতি নুপুর দেশাই। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেন, মহাপভুকে নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এখনও অনেক কিছু কাজ বাকি আছে। একজন মানুষ হিসাবে চৈতন্যদেব যেভাবে ভগবানের জায়গায় পৌঁছে ছিলেন সেই দীর্ঘ পথের গবেষণার ক্ষেত্রে যা কাজ হয়েছে তার পরেও আরো অনেক দিক নজর দেওয়া দরকার। এসিয়াটিক সোসাইটির এডমিনিস্ট্রেটর লেফটন্যান্ট কর্নেল অনন্ত সিনহা বলেন, বাংলার অনেক বড় সমাজ সংস্কারক ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ডক্টর সুমন্ত রুদ্র বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেম ও ভক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে ভর্ৎসনা প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আর তাই নিয়েই রাজ্যকে ভর্ৎসনা করতে শোনা গেল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকে। মঙ্গলবার এই ইস্যুতে প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'আপনারা ক্রিসমাসে লাইটিং করেই খুব গর্ব বোধ করেন। ওদিকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৯৭৬ থেকে ১০ শয্যার হাসপাতাল যথেষ্ট। তাই গ্রামের মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে এই হাসপাতাল থেকে ওই হাসপাতালে ছুটে বেড়ান!'

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক অভিযোগ-মামলায় বিরক্ত প্রধান বিচারপতি। হাইকোর্টে একাধিক এহেন মামলা রয়েছে, যেগুলোর সিংহভাগই 'রেফার' সংক্রান্ত মামলা। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যে মামলাটি ওঠে, তার প্রেক্ষাপট, চন্দননগরে মামলাকারী ব্যক্তির বাবা ও দাদু একটি জমি দিয়েছিলেন ১৯৭৬ সালে। হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য। ৩০ বিঘে জমি দেওয়া হয়েছিল। অথচ দশের বেশি শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'চন্দননগরে কি কোন মাল্টিস্পেশ্যাল হাসপাতাল আছে? আমার জানি নেই। এই আদালতে বহু মানুষ আসেন যারা চন্দননগর থেকে। আবার আপনি এসে বলছেন হেরিটেজ শহর বানাবেন?' এরপরই জিপি অনির্বাণ রায়ের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আগে ওই শহর থেকে

কলকাতায় আসার জন্য টাইমলি ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করুন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় যান।' এদিন প্রধান বিচারপতিকে চেন্নাইয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা টানতে দেখা যায়। আর এই সূত্রেই প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন, 'একবার আমার হোমটাউন চেন্নাইয়ে আসুন, চিকিৎসকরা কী করে দেখুন।' শুধু তাই নয়, এদিন প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'আমলাদের কাজ আটকে যায় রাজনৈতিক ইচ্ছের উপরে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসে বললেও বিশ্বাস করব না। তার উপর আরও বড় কেউ থাকেন, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতির কথায় উঠে আসে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের কথাও। তিনি বলেন, সুন্দরবনের মানুষরা একমাত্র নৌকার ভরসায় যাতায়াত করেন। সেখানে পনেরো কুড়ি দিনের শিশুকে কীভাবে আনা হবে এদিন সে প্রশ্নও করেন তিনি। এরপরই জিপির উদ্দেশে বলেন, 'দুখঃজনক আপনাদের আচরণ। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে একটুকু কি কাজ করতে পারেন না?' এরপরই জিপির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, 'শিশুদের লেখা পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করুন। কয়েক প্রজন্ম কৃতজ্ঞ থাকবে।' প্রধান বিচারপতি এদিন এ পরামর্শও দেন, অন্তত ৫০ শয্যার হাসপাতাল করতে হবে। যেখানে চুক্তিভিত্তিক নার্স নিয়োগ করা চলবে না। তিনি বলেন, 'নার্সদের ভদ্রস্থ বেতন দিন। কী হচ্ছে এখানে! মাত্র ছয় হাজার বেতনে কাজ করাচ্ছেন? কী হবে এখানে?' এরই রেশ ধরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কয়েকজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললেই সচিব এবিষয়ে কী করা উচিৎ বুঝতে পারবেন।' মামলাকারীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্য জানায়, 'আমরা অন্য কোন কাজ করিনি ওই জমিতে। আমরা শুরু করেছি। আমরা কাজ করতে ইচ্ছুক। রেনোভেশন করা হয়েছে। আরও সময় চাই।' তখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ফ্যামিলি এন্ড ওয়েল ফেয়ারের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এটা মানা যায় না, এখান থেকে কেন করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ধরে যেতে হবে? কলকাতার বাইরে যান। মানুষ মারা যাচ্ছে দেখুন। যতক্ষণ না টানা হেঁচড়া হচ্ছে আপনারা কিছু করেন না।' এরপরই রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, 'লজিক আছে কি এত বছরেও পনেরটা শয্যা বাড়াতে পারল না স্বাস্থ্য দফতর?' ৪ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

৩১ মার্চ পর্যন্ত সুজয়কৃষ্ণকে শর্তসাপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুটা স্বস্তি সুজয়কৃষ্ণর। অবশেষে আর্জি শুনল কলকাতা আদালত। মঙ্গলবার, ইডির পর সিবিআইয়ের মামলা থেকেও দিন কতকের জন্য রেহাই পেলেন তিনি। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত সুজয়কৃষ্ণকে শর্তসাপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন জামিন কলকাতা হাইকোর্ট। মূলত স্বাস্থ্যজনিত ও মানবিক কারণেই এই সুজয়কৃষ্ণের আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে ইডির মামলা থেকে মুক্ত হতেই 'কাকু'কে নিজের হেফাজতে নিয়েছিল সিবিআই। তারপর থেকেই আবার শুরু হয়েছিল টানাপোড়েন। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যের দিক থেকে তো বটেই, মানসিক ভাবে নাকি বেশ ধুঁকছিলেন প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

মঙ্গলবার আদালতের পর্যবেক্ষণ, সুজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের তুলনায় অনেকটাই পতন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে মামলার ক্ষেত্রে বাড়তি চাপ হবে। সেই কারণে চিকিৎসা সংক্রান্ত ও মানবিক কারণেই 'কাকু'কে রেহাই দিলেন বিচারপতি। আগামী মাসের শেষ পর্যন্ত জামিন পেলেও, মঙ্গলবার বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সুজয়কৃষ্ণকে দেওয়ার শর্তের একটি লঙ্ঘন হলে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে জামিন। জেলমুক্তি মিললেও বেহালার বাড়িতেই যে ঘরবন্দি থাকতে হবে সুজয়কৃষ্ণকে সেই বিষয়টাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, অন্তর্বর্তী জামিনে আর বেশ কয়েকটি শর্ত লাগু করা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণর ওপর। যেমন,

সুজয়কৃষ্ণকে থাকতে হবে বেহালার বাড়িতেই। শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজেই নিজের বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারবেন তিনি। পাশাপাশি, তাঁর দু'টি মোবাইল নম্বরও দিয়ে রাখতে হবে সিবিআইকে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২০ মার্চ।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ একাধিক শাসক বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাসপেনশনের পর স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ। রাজ্যপালের ভাষণ বিতর্ককে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের জেরে বিধানসভায় চাপ বাড়ল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথা প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার দ্বিতীয় দিনে অধিবেশনের শুরুতেই পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, দেবাশীষ কুমাররা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে একটি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জমা দেন। সেখানে দাবি করা হয়েছে, গতকাল সাসপেন্ড হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা যেভাবে বাইরে সাংবাদিক সম্মেলন করে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা স্বাধিকার ভঙ্গের শামিল। বিধানসভা থেকে তাঁকে অবৈধভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। যাতে বিধানসভার অবমাননা হয়েছে। অধ্যক্ষ এই নোটিশ গ্রহণ করে ও তা তদন্ত

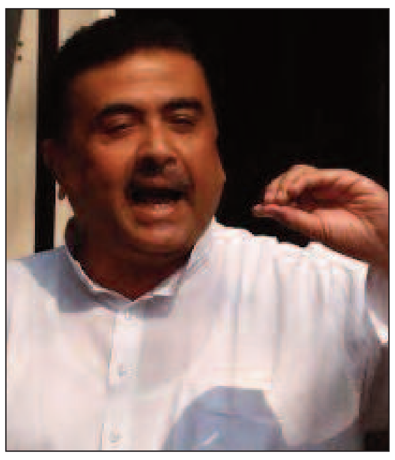

করে সত্ত্বর ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠিয়ে দেন। পরে তিনি জানান আগামী অধিবেশনের আগেই সংশ্লিষ্ট কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে স্বাধীকার ভঙ্গের নোটিশ পাওয়ার পরেও বিরোধী দলনেতা নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন। সকাল থেকেই গেরুয়া পোশাকে সেজে বিজেপি বিধায়কেরা বিধানসভার গাড়ি বারান্দায় ধরনা অবস্থান চালায়। দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যপালের ভাষণ বিতর্কের উপর জবাবি ভাষণ দেন তখনও বাইরে ধর্না বিক্ষোভ চালিয়ে যায় প্রধান বিরোধী দল। এদিকে বিরোধী দলের আচরণ নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পুনরায় সতর্ক করে দিয়েছেন। বিধানসভার লবিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিমানবাবু জানান, বিরোধী দলের আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে বিধানসভা দুর্বল নয়। বিধানসভার কাজকর্ম নিয়ে বাইরে সমালোচনা করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার এক্তিয়ার বিধানসভার আছে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন।

বিধানসভায় উন্নয়নের খতিয়ান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপুল ঋণের বোঝা সামলেও রাজ্যকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর চলা দু'দিনের বিতর্কের শেষে মঙ্গলবার জবাবী ভাষণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়নের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। জানান রাজ্যের উপরে পূর্বতন বাম সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা ৭ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ আবাস যোজনা সহ নানা প্রকল্পে বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। তা সত্ত্বেও এইসব প্রকল্প ছাড়াও পরিকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা-সহ রাজ্যের সার্বিক বিকাশে বিপুল টাকা বরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার।

আগামী বছরের বাজেটের অর্ধেকই মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যে হয়েছে দু কোটি কর্মসংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেওচা পাচামিতে প্রস্তাবিত্ব খনি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়ে গেছে। জমিদাতা ৪৪৩৮ টি পরিবারের ১১২৪ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। ওই খনি থেকে কয়লা পাওয়া গেলে রাজ্য যেমন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে তেমনি বিপুল কর্মসংস্থানও হবে। একইসঙ্গে রাজ্যে প্রস্তাবিত ছটি অর্থনৈতিক শিল্প করিডরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই করিডর রাজ্যে শিল্পায়ণের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে আগামী দিনে বাংলায় গোটা দেশকে পথ দেখাবে।

রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সঙ্গীতের কথা বদল নিয়ে উদ্ভূত বিতর্ক নিরসনে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানের মূল কথা অক্ষুন্ন রেখেই গাইতে হবে। রাজ্য সঙ্গীত সম্পূর্ণ করার জন্য এক মিনিট সময় বেঁধে দিয়ে মুখ্যসচিবের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হবে, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন; এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান'। এ-ও বলা হয়েছে যে, রাজ্য সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়ালে ভাল।

নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারের সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচি শুরু করার আগে সবসময় 'রাজ্য সঙ্গীত' গাইতে হয়। রাজ্য সরকার ২০২৩ সালে এই বিষয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একই সঙ্গে, পয়লা বৈশাখকে 'রাজ্য দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সেই গানে বাঙালির বদলে বাংলা শব্দটি ব্যবহার করায় রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এবার সেই বিতর্ক নিয়ে এক বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে 'নির্যাতন চেম্বার' বানিয়ে দিয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভের পদপিষ্টের ঘটনা তুলে ধরে মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, মহাকুম্ভ মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে এদিন টুইট করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর কটাক্ষ, বাংলার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখানে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব চলছে। ঔরঙ্গজেব যেমন 'টর্চার চেম্বার' অর্থাৎ নির্যাতন চেম্বার বানিয়েছিলেন। তেমন মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে 'নির্যাতন চেম্বার' বানিয়ে দিয়েছে। এখানে প্রতিনিয়ত সনাতনীদের ওপর অত্যাচার চলছে। তাঁর দাবি, কোটি কোটি মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে যাচ্ছেন। কুম্ভমেলা শেষ হতে এখনও সাতদিন বাকি। তবুও পুণ্যার্থীদের ঢল চলছে। তাঁর

পাল্টা জবাব, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত মৃত্যুকুম্ভ বলবেন, ততই ওখানে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়বে। তাঁর চ্যালেঞ্জ, কুম্ভমেলায় যেতে বাংলার একজন সনাতনীকে উনি আটকে দেখাক। গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতার সংযোজন, বাংলায় সনাতনীদের উনি সর্বনাশ করছেন। এখানে সনাতনীদের উনি খুন করাচ্ছেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০০ জন খুন হয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৪৫ জনের বেশি খুন হয়েছেন।' তাঁর দাবি, 'যারা দুর্গা পুজো, কালী পুজো, লক্ষীপুজো কিংবা ছট পুজো করতে দেয় না। যারা দুর্গা কিংবা কালী মূর্তি ভাঙছেন। তাঁরা মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলছেন।' তাঁর কটাক্ষ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ব্রাহ্মণ দাবি করে থাকেন। আসলে উনি ব্রাহ্মণ কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেভাবে মুসলিম তোষণ করেন। ওনাকে মুসলিম তুষ্টিকরণের নেত্রী হিসেবে বাংলার মানুষ চেনেন।'

টালিগঞ্জে ফের ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। বিডনস্ট্রিট, দমদমের পর এবার একই কায়দায় লুঠপাট চলল টালিগঞ্জে। সোমবার সন্ধেয় এই দুষ্কৃতি তাণ্ডবের ঘটনা ঘটে ম্যুর এভিনিউ এলাকার দাসানি স্টুডিওর পাশের একটি ফ্ল্যাটে। ভর সন্ধ্যায় এসে লুঠপাট চালাল ডাকাত দল। নিয়ে গেল সোনা-গয়না, টাকাকড়ি। প্রতিদিনের মতো ওই মহিলার স্বামী কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই একাকী থাকার সময়কেই টার্গেট করে দুষ্কৃতীরা।

সূত্রে খবর, সারাদিন পর বিকাল নাগাদ নিজের কিছু একান্ত কাজ নিয়ে নিজেও এলাকায় বেরিয়ে ছিলেন সোনালি বিশ্বাস। এরপর সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফেরেন তিনি। কিন্তু ঠাওর করে উঠতে পারেননি বিপত্তি লুকিয়ে সেখানেই। তাঁর অভিযোগ, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে এসে তাঁকে ধাক্কা মারে দুই আততায়ী। যার জেরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন তিনি। দাক্কার প্রতিঘাতে সংজ্ঞাও হারান। এরপরই তাঁকে ছুরির ডগায় রেখে গোটা বাড়ি লুঠপাট চালাত ডাকাতরা। হুমকিও দেয় প্রাণনাশের। পাছে মহিলা তাদের বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে বসেন। তাই সেই বিপদ এড়াতে তাণ্ডব শেষ হলে মহিলার মুখে কাপড় ঢুকিয়ে, হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে যায় ডাকাতদল।

ট্রামলাইন বোজানোর কাজ বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের কোনও ট্রামলাইন আপাতত বুজিয়ে ফেলা যাবে না, মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। অর্থাৎ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশে স্পষ্ট কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য ট্রাম আর তা রক্ষা করতে আগ্রহী কলকাতা হাইকোর্টও। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন, আপাতত ট্রাম লাইন বোজানো বন্ধ রাখতে হবে। আদালত নিযুক্ত নির্দিষ্ট কমিটির পরিদর্শন রিপোর্ট আসা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে ট্রামলাইন বোজানোর কাজ। একইসঙ্গে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যকেই ট্রাম বাঁচাতে উদ্যোগী হতে হবে। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল 'ট্রাম রাজ্যের ঐতিহ্য। তা তুলে দেওয়া খুব সহজ কাজ। কিন্তু রাজ্যকেই ট্রাম বাঁচাতে উদ্যোগী হতে হবে।' খিদিরপুর ট্রাম লাইনের বিলুপ্তির বিষয়ে কলকাতা পুলিশকে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টে।রাজ্যের আইনজীবী তালে মাসুদ সিদ্দিকি জানান, 'রাজ্য, কলকাতা পুলিশ- সহ অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে জানিয়েছি যাতে অন্তত একটা রুট, 'ময়দান থেকে খিদিরপুর' রুটে পিপিপি মডেলে ট্রাম চালানো যায়। প্রধান বিচারপতির প্রস্তাব মতো, যদি কোনও বেসরকারি সংস্থা যুক্ত হতে চায়, তাদেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। আলিপুর অঞ্চলে ট্রাম লাইন বোজানোর অভিযোগ এসেছিল । সেখানে দীর্ঘদিন, প্রায় ১৫-২০ ধরে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল। তবে কারা লাইন বোজানোর চেষ্টা করছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে । পরিবহণ দফতর বলছে, তারা এখনও জানে না কারা এই কাজটি করেছে। কারণ পরিবহণ দফতর এইরকম কোনও নির্দেশ দেয়নি।' এদিকে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটি বৈঠকে বসবে, সেখানে ট্রামলাইন বুজানোর বিষয়ে আলোচনা হবে।

দুই পুরসভার মালিকানা-জটেই আটকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাস্তা তুমি কার? প্রশ্ন পথ চলতি মানুষজনের। কারণ, মালিকানা জটেই আটকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার। রাস্তার মালিকানা নিয়ে টানাটানির জেরে বেহাল দশায় পরিণত দুই পুরসভার সীমান্তবর্তী পঞ্চাননতলা রোড। এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথের একদিকে খড়দা পুরসভা, অন্যধারে পানিহাটি পুরসভা। আর এই দুই পুরসভার কাজিয়ায় রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশার কারণে মাঝে-মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। অথচ দুই পুরসভার কারও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুই পুরসভার টানাপোড়নে বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ আটকে রয়েছে। তাছাড়া এখানকার নিকাশি ব্যবস্থাও বেহাল। ল্যাম্প পোস্টে ঠিকমতো বাতি জ্বলে না। বেহাল রাস্তাঘাট বেহাল দশা স্বীকার করে নিয়ে খড়দা পুরসভার চেয়ারপার্সন নিলু সরকার বলেন, একদিকে খড়দা পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড, অন্যদিকে পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড। দুই পুরসভা আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস চেয়ারপার্সন নিলু সরকারের। অপরদিকে, পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'যেহেতু দুই পুরসভার মাঝখানে ওই রাস্তাটি। তাই দুই পুরসভা আলোচনায় বসে রাস্তাটিকে সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করতে হবে।'

পরপর চুরির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ এনআরএস-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনআরএস-এ চিকিৎসক, নার্স, ডাক্তারি পড়ুয়াদের মোবাইল মানি ব্যাগ চুরি থেকে দুর্মূল্য যন্ত্রপাতির গায়েব হওয়ার ঘটনায় এবার ওয়ার্ডে এবং ওটিতে বহিরাগত প্রবেশ ঠেকাতে অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করল এনআরএস হাসপাতাল। ডিজিটালাইজ কিউ আর কোড যুক্ত পরিচয়পত্রের পদ্ধতি চালু হতে চলেছে হাসপাতালে। এই মর্মে নয়া নির্দেশিকা জারি করল হাসপাতাল।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এনআরএস হাসপাতালে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ডিজিটালাইজড কিউআর কোড যুক্ত আই কার্ড চালুর সিদ্ধান্ত নিল কতৃপক্ষ। ডিজিটালাইজ কিউ আর কোড যুক্ত পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা হল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সকলের জন্য। অপারেশন থিয়েটার হোক বা আউটডোর, সমস্ত জায়গায় পরতে হবে এই আই কার্ড। এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জারি হল নির্দেশিকা। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, প্রিন্সিপাল,সুপার থেকে শুরু করে সমস্ত চিকিৎসক হাসপাতালের কর্মীদের কিউ আর কোড যুক্ত ডিজিটালাইজ আই কার্ড পরতে হবে। গত বেশ কিছুদিন ধরে এন আর এস হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহিরাগতদের প্রবেশ হচ্ছিল। একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটার পরেই এই সিদ্ধান্ত। চিকিৎসক নার্স ডাক্তারি পড়ুয়াদের মোবাইল মানি ব্যাগ চুরি যাচ্ছিল। হাসপাতালের দুর্মূল্য যন্ত্রপাতি খোয়া যাচ্ছিল বলেই খবর। তা ঠেকাতেই এই বিশেষ পদক্ষেপ।

রিক্সা নিয়ে বিধানসভায় যাওয়ার চেষ্টা বলাগড়ের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিক্সা নিয়ে বিধানসভার দিকে রওনা দিয়েছিলেন তৃণমূলের বলাগড় বিধানসভার বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তবে বলাগড় থেকে নয়। বিধানসভার উদ্দেশে রিক্সা চালিয়ে তিনি বেরোন পার্কস্ট্রিট থেকে। রিক্সার পিছনেই লাগানো ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি একটি বিরাট আকারের পোস্টার। এর জন্য পার্ক স্ট্রিট থানার ওসির কাছ থেকে আগেভাগে আবেদন করিয়েও রেখেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, এর আগেও বহুবার বিধানসভায় রিক্সা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু সময়ের চাপে তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, সেই বহু বছরের সাধ পূরণ করতে চলেছেন বলে দাবি করেন বিধায়ক। মনোরঞ্জনবাবু সঙ্গে এও জানান, 'এক রিকশাচালক সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হয়ে বিধানসভায় তো এসেছে। কিন্তু সরাসরি রিক্সা বিধানসভায় আসেনি। আসতে পারেনি । কারণ কলকাতা শহরে প্যাডেল রিক্সা চলে না।

সম্পাদকীয়

যুগনায়কদের উপহার দেওয়া গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারত বর্তমান শাসকের নিকট রাজনীতির পাকেচক্রে পড়ে কুক্ষিগত কামনা-বাসনা এবং ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের উৎসস্থল

আধুনিক ভারতের রূপকার হিসাবে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়-এর একটি পত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি রাজতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং রাজনীতিতে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়েছেন। তিনি সেই সময়ে ব্রিটিশ সংবিধানের চমৎকার নীতিগুলোর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর চিন্তায় পরিবর্তন ঘটে। একান্ত আলোচনায় রামমোহন ব্রিটিশ রাজতন্ত্র নিয়ে পরিহাস করতেন। রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী হলেও ঔপনিবেশিক প্রথার বন্ধু ছিলেন না। সহানুভূতিশীল অফিসার ফন ট্রট এবং ডক্টর ডার্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রায়ই বলতেন যে, স্বাধীন ভারতের পক্ষে ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে। কিন্তু শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি নেতাজির পক্ষপাত তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে দলীয় রাজনীতির পাঁকে হাবুডুবু খাওয়া গণতন্ত্র জোড় দেওয়া সংবিধানটির অস্তিত্ব রক্ষায় মত্ত। তাই দেশ জুড়ে বিচারাধীন বন্দিমৃত্যু, নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব, শাসকের সমালোচনায় দেশদ্রোহী আইনের ব্যর্থ প্রয়োগ সব কিছুতেই স্বৈরতন্ত্রের ছায়া দেখতে পাচ্ছে দেশের জনগণ। যুগনায়কদের উপহার দেওয়া গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারত বর্তমান শাসকের নিকট রাজনীতির পাকেচক্রে পড়ে কুক্ষিগত কামনা-বাসনা এবং ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের একটি উৎসস্থল হয়ে উঠতে চলেছে। আদর্শবাদী গণতন্ত্রকে ফেরানো আশু প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১৯৬

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বৃথা চেষ্টা ৩. চৌকি ৪. বিস্তার, প্রসার ৬. গ্রন্থাদির রচয়িতা ৯. শ্রেণি ১০. রঘুর বংশ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দুর্লভ ২. উত্তপ্ত প্রবাহ ৩. ফ্যাকাসে লাল রঙের ৫. বিপক্ষের চর ৭. দুর্বৃত্ত, বদমাশ লোক ৮. প্রভাত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৫

পাশাপাশি: ২.দালানকোঠা ৫.টন ৬.রাজা ৭.কাঠ ৮. জলকল্লোল।

উপর-নীচ: ১. হুঁকো ২. দায়রাজজ ৩. নব ৪. ঠাটঠমক ৯. ঝোঁক ১১. লম্ফ।

জন্মদিন

আজকের দিন

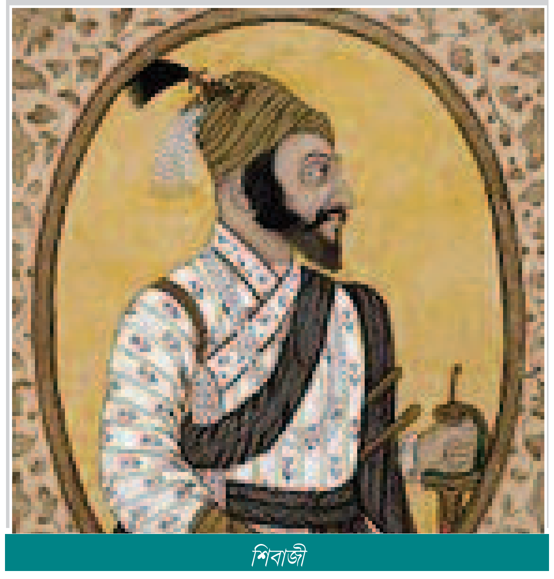
শিবাজী

১৯৩৮ মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জন্মদিন।

১৯১৭ আরএসএসের ২য় প্রধান এম এস গোলওয়ালকরের জন্মদিন।

১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বীনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ভারতের যুগান্তকারী সাফল্য সহজলভ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রচারিত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ভারত এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সরকার সহজলভ্য এআই পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে, যেখানে কম্পিউটার শক্তি, জিপিইউ এবং গবেষণার সুযোগ সুবিধা মিলবে।

মোদী সরকার মনে করে, এআই শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর জন্য নয় এবং সেখানে শুধুমাত্র বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থার আধিপত্য থাকবে না। ছাত্রছাত্রী, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনকারীদের জন্য বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলছে মোদী সরকার। ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে এআই নেতা হিসেবে তুলে ধরতে মোদী সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, এক নজরে তা দেখে নিই

- ভারতএআই মিশন সহজলভ্য এআই-এর পথিকৃৎ এআই পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মোদী সরকার ২০২৪-এ ভারতএআই মিশনে ১০,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আগামী ৫ বছরে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। ১০০০০ জিপিইউ ক্ষমতাসম্পন্ন এআই মডেলের সূচনা করেছে। খুভ শীঘ্রই ৮৬৯৩ জিপিইউ১ যুক্ত করা হবে।
- জিপিইউ পরিকাঠামো এবং মুক্ত জিপিইউ বাজার
- ভারতএআই মিশন চালু হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক নজিরবিহীন তৎপরতা দেখিয়েছে এবং ১৮,৬৯৩ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এটি ওপেন সোর্স মডেল ডিপসিক-এর নয় গুণ এবং চ্যাটজিপিটি-র২ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
- মোদী সরকার ভারতের জিপিইউ-র বাজার তৈরিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। ১৮,৬৯৩ জিপিইউ৩ সরবরাহের জন্য ১০টি সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত নিজের গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তুলবে এবং আগামী ১০ মাসের মধ্যে দেশে এআই প্ল্যাটফর্মের একটি ভিত্তি তৈরি হয়ে যাবে। বিশ্বে যেখানে জিপিইউ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় ২.৫ থেকে ৩ ডলার খরচ হয়, সেখানে মোদী সরকার ঘণ্টায় মাত্র ১ ডলারে তা প্রদান করবে। গবেষক, স্টার্টআপ, শিক্ষাবিদ, কলেজ, আইআইটি সবাই এই কম্পিউটার শক্তির সুযোগ নিতে পারবে এবং তারা ভিত্তিগত মডেল৪ চালু করতে পারে।
- ইন্ডিয়াএআই ডেটাসেট প্ল্যাটফর্ম সর্বজনীন ডেটার মাধ্যমে এআই উদ্ভাবন ডেটা হচ্ছে জ্বালানি, যা এআই গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বৃহত্তর গবেষণা ক্ষেত্রের৫ জন্য ডেটার ব্যবহার সুগম করতে মোদী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।
- এআই ডেটাসেট প্ল্যাটফর্মে থাকবে বেনামী ডেটা বা তথ্যের বৃহত্তম ভাণ্ডার, যা উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এআই প্রয়োগের৬ সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন

স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সুস্থিত শহরগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়ে ২০২৩-এ মোদী সরকার নতুন দিল্লিতে তিনটি এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার কথা ঘোষণা করে। ২০২৫-এর বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা৭ বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া শিল্প ক্ষেত্রে উপযোগী তরুণ বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সরকারআরও ৫টি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। মেক ফর ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, এই ভাবনাকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হবে।

ভাষাগত ক্ষেত্রে ভারতের এআই মডেল

- এআই অগ্রগতিকে সরকার জাতীয় স্তরে ব্যবহার করতে অঙ্গিকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনেছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী, যা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বিশ্বের প্রথম সরকারি অনুদানপুষ্ট বহুস্তরীয় এলএলএম উদ্যোগ হল BharatGen। ২০২৪ সালে দিল্লিতে এর সূচনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে এবং ভাষা, ভাষণ ও কম্পিউটার ভিশনে ৮ নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ভারতজেন হল ভারতের প্রথমসারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ গবেষকদের৯ একটি কনসোর্টিয়ামকে যুক্ত করা হয়েছে।
- (arvam-1 এআই মডেল হল, ভাষাগত বৃহত্তর উদ্ভাবনমূলক মডেল। এর মাধ্যমে ভাষার অনুবাদ, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তকরণ এবং বিষয়বস্তু সৃষ্টি১০ করা যাবে।
- চিত্রলেখা হল একটি অনুবাদ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও-তে ব্যবহৃত ভাষাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে।
- এছাড়া রয়েছে Everest 1.0, এটি হল বহু ভাষাভাষী একটি এআই ব্যবস্থা। এতে বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলুগু সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি ভাষায় এর সুবিধা পাওয়া যায় এবং খুব শীঘ্রই আরও ৯০টি ১১ ভাষায় এর প্রয়োগ করা হবে।
- আন্তর্জাতিক এআই মেধা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত
- বড় শহরগুলির বাইরেও এআই মেধা ও এআই শিক্ষার বিকাশ
- ভারত এআই ভবিষ্যৎ দক্ষতা উদ্যোগের আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি কর্মসূচিতে এআই পাঠক্রমের বিস্তার ঘটানো হবে। এআই গবেষণার ক্ষেত্রে ৫০টি শীর্ষ এনআইআরএফ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে১২ পূর্ণাঙ্গ সময়ের পিএইচডি স্কলারদের ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে।
- এআই শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ডেটা ও এআই ল্যাব গড়ে তুলছে। দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ
- ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ১৩ ইতিমধ্যেই একটি মডেল ইন্ডিয়াএআই ডেটা ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক এআই দক্ষতার বিকাশে এক নম্বরে ভারত

স্ট্যানফোর্ড এআই সূচক ২০২৪ অনুযায়ী এআই দক্ষতার ভেদনশীলতার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারত ২.৮ স্কোর করে আমেরিকা (২.২) এবং জার্মানি (১.৯)-কে পিছনে ফেলে বিশ্বে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে।

মহিলাদের ক্ষেত্রেও এআই দক্ষতা বিকাশে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারতের ভেদ্যতার হার হল ১.৭। ভারতের পরে রয়েছে আমেরিকা (১.২) এবং ইজরায়েল (০.৯)। এই সাফল্য এআই দক্ষতা বিকাশে১৪ লিঙ্গবৈষম্য দূর করার বার্তা দিচ্ছে।

এআই উদ্ভাবনে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি

উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় তরুণরা সবার সেরা। GitHub15-সংক্রান্ত গণ উৎপাদনমূলক এআই প্রকল্পগুলিতে ভারত এখন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত এখন এআই ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের হাব হয়ে উঠেছে। বিশ্বের এআই মেধার ১৬% এখন ভারতে রয়েছে।

৫টি দ্রুত-বিকাশশীল এআই মেধা হাবের মধ্যে শীর্ষে ভারত

ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪ অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের এআই শিল্প ২৮.৮ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে। সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং কানাডা১৬ সহ ৫টি দ্রুত-বিকাশশীল এআই মেধা হাবের মধ্যে ভারত এখন শীর্ষে রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে এআই পেশাদারের চাহিদা প্রায় ১০ লক্ষে পৌঁছে যাবে।

আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেই ভারতের জেনএআই পরিমণ্ডলের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

নভেম্বর ২০২৪-এ ন্যাসকম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারতের এআই পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের জেনএআই স্টার্টআপগুলিতে ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লগ্নি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বিকাশই১৭ ভারতের জেনএআই পরিমণ্ডলের অগ্রগতির বার্তা দিচ্ছে।

এআই গ্রহণে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত

বিসিজি-র সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এআই গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত এখন নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। ৮০% সংস্থা এআই-কে মূল কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মাধ্যমে সর্বাত্মক ডিজিটাল রূপান্তর কর্মসূচির ১৮ অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটছে।

র‍্যানস্ট্যাড এআই অ্যান্ড ইক্যুইটি রিপোর্ট ২০২৪ আনুযায়ী, ভারত এআই-এর কর্মস্থল হিসেবে দ্রুত গতিতে এগচ্ছে। প্রতি ১০ জন কর্মীর মধ্যে ৭ জনই এআই-এর কোনো না কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করছে, যা আগের বছরে ১০ জনের মধ্যে ৫ জন ছিল।১৯

ভারতীয় এআই-এর ধারাবাহিক উত্থান

সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের ৭৮% ক্ষুদ্র এবং মাঝারি মাপের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এআই ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে। সমীক্ষায় ৯৩% ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়িক সংস্থা জানিয়েছে, এআই তাদের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

ভারতে এআই বাজারের অগ্রগতি

বিসিজি-ন্যাসকম রিপোর্ট ২০২৪-এ ভারতে এআই বাজারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এআই যেমন নিয়মিত কাজে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছে, তেমনই ডেটা বিজ্ঞান, মেশিন শিক্ষা এবং এআই-চালিত প্রয়োগের২১ ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

গতিবর্ধক নেটওয়ার্ক

ভারত হল ৫২০ টেক ইনকিউবেটর এবং অ্যাক্সিলারেটরের ধাত্রীভূমি। বিশ্বের সক্রিয় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ভারত এখন তৃতীয় বৃহত্তম স্থানে রয়েছে। ভারতীয় স্টার্টআপগুলির চাহিদা মেটাতে গত ৫ বছরে ৪২ প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে।

পণ্যের বিকাশ, ব্যবসায়িক কৌশল এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে এআই স্টার্টআপগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে T-Hub MATH, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২৪-এর প্রথম দিকের মাসগুলিতে ম্যাথ-এর আওতায় এসেছে ৬০টির বেশি স্টার্টআপ এবং এগুলির মধ্যে ৫টিতে তহবিলের২২ যোগান নিয়ে আলোচনা চলছে।

পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের সামনে সালিশি সভায় বধূ ও দুই সন্তানকে মারধরে অভিযুক্ত অঞ্চল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিবাদ মেটাতে বসল গ্রামে 'সালিশি সভা' বসার অভিযোগ। তাও আবার তৃণমূল পরিচালিত বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে! সেই সভাতে গৃহবধূ ও নাবালক দুই সন্তানকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। খোদ অঞ্চল সভাপতি বকুল সেখ ওরফে মহম্মদ ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। খোদ পঞ্চায়েত অফিসের ভেতর পঞ্চায়েত প্রধানের সামনে এমনটা ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রী। তবে আক্রান্তদের বক্তব্যে পঞ্চায়েতের ঘরের ভেতর মারধরের অভিযোগ থাকলেও পুলিশের কাছে দিয়া অভিযোগে রাস্তা আটকে মারধরের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বয়ান বদলের অভিযোগ তোলে অভিযোগকারী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরতে পারছেন না, স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারছে না বলে অভিযোগ। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই ঘটনা তৃণমূল কখনো প্রশ্রয় দেয় না। উপযুক্ত প্রমাণ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে দল। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে। অপরদিকে বিজেপির অভিযোগ, যে রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। সে রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই।

কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম এক নম্বর ব্লকের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের মোরগ্রামের বাসিন্দা আজমিরা খাতুন ও তাঁর স্বামী মহরলাল মোল্লা। দীর্ঘদিন ধরে একটি দোকান ঘর ভাড়া দেয় আব্বাস শেখ নামের এক ব্যক্তিকে, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে দোকানঘর ভারার টাকা। সেই দোকানের ভাড়া চাইতে গেলে বিবাদ বাদে আব্বাস শেখের সাথে।প্রধানের ডাকে সোমবার ওই দম্পতি ও তাদের দুই নাবালক সন্তান যায় পঞ্চায়েত অফিসে।

এরপর সালিশি সভায় মারধরের অভিযোগ ওঠে অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে কেতুগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই দম্পতি। পঞ্চায়েতে কীভাবে সভা ডাকা হল। সেই প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন পঞ্চায়েত। যদিও তাঁদের দাবি, সালিশি সভা হয়নি। দম্পতিকে মারধর করা নিয়েও মুখ খুলতে চাননি কেউ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ।

জলে ডুবে মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বাকি পরীক্ষা দেওয়া হল না বহুলার মতিবাজার এলাকার স্কুল পড়ুয়া বছর ১৭ র প্রিন্স সিংয়ের। মঙ্গলবার অণ্ডালের বহুলার পঞ্চায়েতের সিএল জামবাদ এলাকায় একটা মন্দিরের পুজো উপলক্ষে কলস যাত্রার অনুষ্ঠান ছিল। কলস যাত্রা উপলক্ষে এলাকায় ছিল ভক্তদের ভিড়। পাশাপাশি ছিল মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা। এদিন পরীক্ষা দিয়ে এসে এলাকায় একটা বালি ব্যাংকারের জলাধারে স্নান করতে গিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যায়। জল থেকে ওই নাবালককে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বহুলার মতিবাজার এলাকায় মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত প্রিন্স। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বহুলার তৃণমূল নেতা বীরবাহাদুর সিং জানান, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করছে অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ।

মহেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং- ২৭ এইচ.জি. তাং- ১৪-০৮-১৯৯৫

মহেশপুর, সোমসেরপুর, হুগলি

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলি রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতির সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশনম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৩/০৩/২০২৫ রবিবার মহেশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নবিলি (Distribution of Nomination Paper):	২৪/০২/২০২৫ এবং ২৫/০২/২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
২.	মনোনয়ন পত্র পেশ (Filing of Nomination Paper):	২৪/০২/২০২৫ এবং ২৫/০২/২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৩.	মনোনয়ন পত্রের পরক্ষী (Scrutiny of Nomination Paper):	২৭/০২/২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	তারকেশ্বর BDO অফিস
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা (Publication of List of Valid Nomination):	২৭/০২/২০২৫	মনোনয়ন পত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫.	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidature/ Nomination):	২৮/০২/২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৬.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates):	২৮/০২/২০২৫	বিকেল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭.	ভোট গ্রহনের তারিখ সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll (if Required):	২৩/০৩/২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	মহেশপুর উচ্চ বিদ্যালয়
৮.	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Votes And Declaration of Result):	২৩/০৩/২০২৫	ভোট শেষের পর	মহেশপুর উচ্চ বিদ্যালয়

WBCS Act এবং Rules অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলীর সদস্য/প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। প্রতিনিধির সংখ্যা, নির্বাচনক্ষেত্র এবং সংরক্ষণ নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে -

নির্বাচনক্ষেত্র অনুযায়ী পদওসংরক্ষণ তালিকা

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচনক্ষেত্র	পদের সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা
১.	ভারামালপুর, রামবাটি	৮	অসংরক্ষিত -৮
২.	কুলুট, সোমসেরপুর	৮	অসংরক্ষিত -৮
৩.	মহেশপুর	৮	মহিলা - ২ অসংরক্ষিত - ৬
৪.	রাধানগর, নন্দনবাটি	৯	অসংরক্ষিত -৯
৫.	মাদপুর	১০	তপ জাতি/উপজাতি - ১ অসংরক্ষিত -৯
৬.	বাগবাড়ী, কানাইপুর, সর্দারপুর	১০	অসংরক্ষিত -১০

তারিখ- ১৯/০২/২০২৫

শ্রী সমীর মুখার্জী
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
মহেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি

রাফসান জানি মোল্লা,
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
মহেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি

রামনারায়নপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ৬৪ এইচ.জি. তারিখ- ০৯.১১.১৯৬২

রামনারায়নপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩২ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার রামনারায়নপুর অধর সি.এইচ. স্মৃতি বিদ্যানিকেতনে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির সহকারী নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অত্র সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পন্ন হবে (প্রয়োজন হলে)। অত্র সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে উক্ত তারিখে, উক্ত স্থানে এবং উক্ত সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
রামনারায়নপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩২ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার রামনারায়নপুর অধর সি.এইচ. স্মৃতি বিদ্যানিকেতনে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (প্রয়োজন হলে)। নির্বাচনী নির্ঘন্টটি নিম্নে দেওয়া হল-

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	রামনারায়নপুর অধর সি.এইচ. স্মৃতি বিদ্যানিকেতন
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	রামনারায়নপুর অধর সি.এইচ. স্মৃতি বিদ্যানিকেতন

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ রামনারায়নপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

(গৌরাঙ্গ চৌধুরী)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রামনারায়নপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রাফসান জানি মোল্লা)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রামনারায়নপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

এসবিআই খড়গপুর (০০২০২)

পো. খড়গপুর টেকনোলজি পশ্চিম
মেদিনীপুর ৭২১৩০২ ই-মেল - sbi.00202@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রাহুল মজুমদার মোবাইল - ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ই-মেল আইডি -sbi.00202@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (যেমন সম্পত্তির বিস্তারিতয় বর্ণিত আছে) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২১.০৩.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতি শিখা রানি দে,** ফ্ল্যাট নং ৪০২, ব্লক বি, ৫মতল, ডায়মন্ড প্লাজা, বারবেতিয়া , খড়্গপুর, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, পিন : ৭২১৩০১, পশ্চিম মেদিনীপুর।	**সম্পত্তি শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতি শিখা রানি দে এর নামে।** স্বত্ব দলিল নং ১- ৫৫৪৬/২০১৪, তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪, **ফ্ল্যাট নং ৪০২,** ব্লক বি -৫মতল, ডায়মন্ড প্লাজা, বারবেতিয়া,খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ঢাকা এরিয়া **১১০০ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া ২৪৭ বর্গফুট** সমান সমান সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৪৭ বর্গফুট । সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১.৫১৫০ ডেসিমেল (বাস্তু), মৌজা : মদন মোহন, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, থানা : খড়্গপুর, এডিএসআর -খড়্গপুর।	১৭,৫৪,৩৪৮.০০ টাকা (সতের লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ আটচল্লিশ টাকা) ৩১.০৩.২০১৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৮,১২,৫০০ টাকা / ২,২১,২৫০ টাকা / ১০,০০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ১৩.০৩.২০২৫ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে দখলের ধরন : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৯.০২.২০২৫
স্থান - খড়্গপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(A Govt. Of India Undertaking)

প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট, জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

বিক্রয় নোটিশ

বিক্রয় নিমিত্ত গাড়িগুলি : ৫ টি হোন্ডা সিটি, ২ টি হোন্ডা সিভিক, ১ টি ভকসওয়াজেন ভেন্টো, ১ টি মারুতি এসএক্স৪-ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জেও কলকাতা সেন্ট্রাল থেকে "যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে। শেষ তারিখ : ১০.০৩.২০২৫। আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in/tenders/ দেখুন।

জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম

নোটিশ

জনৈক গ্রাহক নাম শ্রী নিরঞ্জন সামন্ত, পিতা শ্রী প্রয়াত রাধাবল্লভ সামন্ত, সাকিন গ্রাম : ঝুম ঝুমি, পো : দাদপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২১১, পশ্চিমবঙ্গ, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট দোতলায়, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭১০ বর্গফুট দোতলা ভবনে এবং অবিভক্ত জমির এরিয়া ২ কাঠা কমবেশি এর যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, দাগ নং ৭২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৬, প্রেমিসেস নং ১৮৭৩এ, মহাত্মা গান্ধি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৮২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্বতন মালিক শ্রীমতি রেখা রানি চরণ, স্বামী শ্রী দুলাল চাঁদ চরণ এর কাছ থেকে ক্রয় করেন, হস্তান্তর দলিল তারিখ ১৩.০৩.২০০৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বেহালা সমীপে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৩-২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬৫৫ থেকে ৩৬৮০, দলিল নং ০২৮৭৪-২০০৯ সালের। উক্ত মূল দলিল নং ০২৮৭৪-২০০৯ সালের আমাদের গ্রাহক যিনি হোম লোন নেওয়ার জন্য বন্ধক দিয়েছিলেন আমাদের হেফাজত থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০ টার সময়, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা, ২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭ উত্তর কুমড়াখালি, ই এম বাইপাশ, কলকাতা - ৭০০১০৩ স্থানান্তর/হারিয়ে গিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানার আধিকারিকের নিকট একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৭৮৯ তারিখ ২১.১০.২০২৪ দায়ের করা হয়। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা সংশ্লিষ্ট নথি/বিক্রয় দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক বা আমার মক্কেলের নিকট দাবি গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা
মো: ৯৬৭৪৭১৯৩১০

ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.-১১১ এইচ.জি. তারিখ- ০৬.০৭.১৯৬৩

ভবানীপুর, শ্যামপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির সহকারী নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অত্র সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পন্ন হবে (প্রয়োজন হলে)। অত্র সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে উক্ত তারিখে, উক্ত স্থানে এবং উক্ত সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর-দেবনাথ ঘোষাল
সম্পাদক
ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (প্রয়োজন হলে)। নির্বাচনী নির্ঘন্টটি নিম্নে দেওয়া হল-

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ ভবানীপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

(গৌরাঙ্গ চৌধুরী)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রাফসান জানি মোল্লা)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ভবানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং. 40 HG তাং 11.11.1991

গ্রাম-ভঞ্জিপুর, পোস্ট-তারকেশ্বর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৯৬৮ তারিখ ১৪.০৮.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির সহকারী নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অত্র সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পন্ন হবে (প্রয়োজন হলে)। অত্র সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে উক্ত তারিখে, উক্ত স্থানে এবং উক্ত সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী স্বপন কুমার কয়ড়া
সম্পাদক
ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৯৬৮ তারিখ ১৪.০৮.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার ভঞ্জিপুর দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতনে (উচ্চ বিদ্যালয়) উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (প্রয়োজন হলে)। নির্বাচনী নির্ঘন্টটি নিম্নে দেওয়া হল-

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর B.D.O. অফিস
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর B.D.O. অফিস
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	তারকেশ্বর B.D.O. অফিস
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর B.D.O. অফিস
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	ভঞ্জিপুর দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতন (উচ্চ বিদ্যালয়)
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	ভঞ্জিপুর দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতন (উচ্চ বিদ্যালয়)

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	১৫(পনেরো)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তাং ঃ
স্থান ঃ ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

সৌমেন মিত্র
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

এসবিআই এএমসিসি আরামবাগ (৬২৯৭৪)

লিংক রোড, পো. এবং থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি,
পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৬০১, ইমেল - sbi.62974@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রঞ্জন লাহা, মোবাইল নং : +৯১ ৯৬৭৪৭ ১৯৮৭৪, ই-মেল আইডি : sbi.62974@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৭.০২.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. (ইমেল আইডি : support.ebkray@ psballiance.com) https://ebkray.in সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের পূর্বে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট। সংশ্লিষ্ট গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিনদত্ত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ২৭.০২.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম নং ১. **শ্রী কাফাইতুল্লা খান, এ/সি নং ৪১৮১০৪৩৩৮৬৮,** বকেয়া পরিমাণ : **২২,৮৪,২৮৯.০০ টাকা ১৮.০২.২০২৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৪৬,৩০০ টাকা জিএসটি সহ।** বায়না জমা (ইএমডি) : **১,৪৪,৬৩০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫,০০০.০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণ তারিখ এবং সময় : ২৪.০২.২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।

হারভেস্টারের বিস্তারিত : ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার, নির্মাণ বর্ষ : **২০২৩, ইঞ্জিন নং Z0340C,** চেসিস নং **CBN800037।**

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলামের জন্য বিশেষ লিংক https://ebkray.in দেখুন

তারিখ : ১৯.০২.২০২৫
স্থান : আরামবাগ

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এএমসিসি আরামবাগ

এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)

২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং,
ডি. এইচ. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী শঙ্কর সরকার এবং শ্রীমতি পুতুল সরকার, আস্থা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ২,** প্রেমিসেস নং ৩৪৫এ, সন্তোষ রায় রোড, বড়িশা সাহিত্য পরিষদের নিকট, কলকাতা : ৭০০০০৮।	**নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ২০, পৃষ্ঠা ৮১৯১ থেকে ৮২১৪, দলিল নং ০৮০০৭-২০০৮ সালের। অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার -বেহালা অফিস-এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্বাধিকারী : শ্রী শঙ্কর সরকার এবং শ্রী পুতুল সরকার।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট/ইউনিট/ অ্যাপার্টমেন্ট দোতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৬৩৬ বর্গফুট,** দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ নবনির্মিত ভবন পরিমাণ **২ কাঠা ১১ ছটাক** কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ২৪০, আরএস নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১৭৮০, দাগ নং ১৪২/১৭২৪, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৪৫এ, সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮, বর্তমান কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৩ অধীন, থানা বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস -বেহালা, জেলা : দক্ষিন ২৪ পরগনা, এবং **জমির চৌহদ্দি উত্তরে :** শ্রী গোপার বিশ্বাসের জমি; **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ১৪২/১৭২৪; **পূর্বে :** ১১৭সি, ভুবন মোহন রায় রোড; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক।	১) ০১.১০.২০২৪ ২) ১৭.০২.২০২৫ ৩) ৫,৫৭,০৯৬ টাকা (পাঁচ লাখ সাতান্ন হাজার ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা ০১.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
২.	**শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার এবং শ্রীমতি উষা রানি সরকার,** প্রেমিসেস নং ৬০, পল্লি মঙ্গল কলোনি, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩।	**স্বত্বাধিকারী : শ্রী উষা রানি সরকার।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি , এলওপি ৩৮৪, সিএস প্লট নং ২৭৪ (অংশ) ২৭২(অংশ, মৌজা : গোবিন্দপুর, জেএল নং ৯, থানা : মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভা অধীন, সন্তোষপুর গভ. কলোনি, মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ১৬, হোল্ডিং নং সি১, ব্লক এ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এলওপি ৩৮৭; **দক্ষিণে :** এলওপি ৩৮৩; **পূর্বে :** সি রোড; **পশ্চিমে :** এলওপি ৩৮৫।	১) ১৫.১০.২০২৪ ২) ১৭.০২.২০২৫ ৩) ১৩,৩৮,৬৮৫ টাকা (তেরো লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) টাকা ১৬.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান - বেহালা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই ইন্দা ব্রাঞ্চ (০৫১৫৫)

ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম
মেদিনীপুর - ৭২১৩০৫ ই-মেল - sbi.05155@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - হীরক কুমার ঘোষ মোবাইল - ৮৩৭৩০৫৩৬৪০, ই-মেল আইডি -sbi.05155@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (যেমন সম্পত্তির বিস্তারিতয় বর্ণিত আছে) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২১.০৩.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অজয় কুমার ঘোষ,** পিতা প্রয়াত নির্মল কুমার ঘোষ **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সোমা ঘোষ,** স্বামী শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, ফ্ল্যাট এফ, ৩য়তল, **মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট,** (তারা মা মন্দিরের পাশে), আমডাঙ্গা, পিন ৭২১৩০৫, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।	**স্বত্বাধিকারী শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত নির্মল কুমার ঘোষ এবং শ্রীমতি সোমা ঘোষ,** স্বামী শ্রী অজয় কুমার ঘোষ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৩য় তলে (উত্তর পূর্ব দিকে ভবনের) **মা সাদরা অ্যাপার্টমেন্টে,** চারতলা ভবন (জি-৩) আরসিসি কাঠামো বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫.০০ বর্গফুট (কমবেশি) এবং ৩০ বর্গফুট মাপের দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস অবস্থিত মৌজা : ইন্দা, জেএল নং ২৩২, আরএস খ তিয়ান নং ৫৯৯, ১০৬, সংশোধিত খতিয়ান নং ৪১১/১, ৯২, আরএস প্লট নং ২১৮৯, ২১৭৪, হোল্ডিং নং ৮৪২/৮/এ, ওয়ার্ড নং ২৩ (নতুন), ১ (পুরনো), খড়্গপুর পুরসভা টাউন অধীন, থানা : খড়্গপুর টাউন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, (আমডাঙ্গা তারা মা মন্দিরের পাশে), দলিল নং ১-১০১০০২৮৯, এডিএসআর খড়্গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।	১৯,২৬,৫৩৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ পঁয়ত্রিশ টাকা) ০৬.০৮.২০১৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	১৩,০৫,৯০০ টাকা / ১,৩০,৫৯০ টাকা / ১০,০০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ১৩.০৩.২০২৫ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে দখলের ধরন : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৯.০২.২০২৫
স্থান - ইন্দা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অতি সতর্ক আসানসোল রেল ডিভিশন

১১টার পরিবর্তে ঘণ্টাখানেক পর ছাড়ল কুম্ভগামী স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার বড় দুর্ঘটনা। দিল্লির মতো পদপিষ্টের ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। কুম্ভগামী ট্রেনে চাপতে গিয়ে হুড়োহুড়ি হয়েছিল আসানসোল স্টেশনে। সেই ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে কুম্ভগামী ট্রেনের যাত্রী চাপানো নিয়ে ব্যাপক রদবদল আসানসোল রেলডিভিশন।

মঙ্গলবার আসানসোল টুন্ডলা প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেন সকাল ১১ টায় থাকলেও সেই ট্রেন ছাড়া হয় দুপুর ১৩০ টা নাগাদ। সেই ট্রেন নিয়ে চিন্তায় রেল কর্তৃপক্ষ কারণ প্রয়াগরাজগামী যে ট্রেন আসানসোল থেকে ছাড়ছে সেই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে হুড়োহুড়ি ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। তাই একাধিক সিদ্ধান্ত নিল যাত্রী সুরক্ষার জন্য।

আসানসোল রেলডিভিশনের এডিআরএম প্রবীণ কুমার প্রেম জানান প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য আগামী ১৮ ও ২১ তারিখ বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও আরো তিনখানা সাপ্তাহিক ট্রেন রয়েছে যা চলতি ইংরাজি মাসের ২০, ২২ ও ২৩ তারিখ ছাড়বে। এছাড়াও অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়ার জন্য রেলমন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে। রেল মন্ত্রক এই অনুরোধে সাড়া দেবেন বলে

আশা করেন তিনি।

যাত্রীদের মধ্যে যাতে কোন হুড়োহুড়ি না হয় তার জন্য স্টেশনের বাইরে হোল্ড জোন অর্থাৎ প্রতীক্ষালয় করা হয়েছে। সেই হোল্ড এরিয়ায় তৈরি করা হচ্ছে কিউ ব্যারিয়ার। অস্থায়ী আঁকাবাঁকা লাইন দিয়ে যেতে হবে অসংরক্ষিত কামরার যাত্রীদের। আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত থাকবে এই হোল্ড জোন। এছাড়াও স্টেশনের বাইরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অতিরিক্ত রেলের সুরক্ষা কর্মী নিয়োগ করা হবে। পানীয় জল এবং যাত্রীদের বসার জন্য অস্থায়ী সেড নির্মাণ করা হয়েছে।

আসানসোল স্টেশনে রেলের নিরাপত্তায় থাকা নিরাপত্তা কর্মীরা ঘন ঘন মাইকিং করে যাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। শুধু তাই নয় কোন যাত্রীদের কোনরকম যাতে অসুবিধা না হয় সেই দিকেও নজর রাখা হয়েছে। আসানসোল রেল ডিভিশনের ডিআরএম চেতনানন্দ সিং বলেন যে ট্রেনগুলি হাওড়া হয়ে আসানসোলের উপর দিয়ে প্রয়াগরাজ যাচ্ছে সেই ট্রেন গুলিতে কোন সমস্যা নেই। সে ট্রেনগুলোতে এরকম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু শুধুমাত্র আসানসোল স্টেশন থেকে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে যে ট্রেন রওনা করানো হচ্ছে সেই ট্রেনগুলোতেই বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত এরকম বিশেষ পাঁচটি ট্রেন রয়েছে। যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে আসানসোল স্টেশনে।

রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ১৪ দফা সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ডিআরএম জানান, কুম্ভের যাত্রীদের জন্য আসানসোল থেকে কয়েক জোড়া বিশেষ ট্রেন দেওয়া হয়েছে। সেগুলিতে যথেষ্ট ভিড় হচ্ছে। আসানসোল ও যশিডি থেকে বেশি সংখ্যায় যাত্রীরা চড়ছেন। গত শুক্রবার রাতে আসানসোল থেকে গুজরাটগামী একটি ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড় হয়। তবে আরপিএফ সেই ভিড় সামলে যাত্রীদের ট্রেনে তুলে দেয় বলে দাবি স্টেশন কর্তৃপক্ষের।

দিল্লির ঘটনার পরে যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে আরও কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানান ডিআরএম। তাঁর দাবি, যাত্রীর ভিড় বাড়ছে, তাই অসংরক্ষিত টিকিটের যাত্রীদের বিক্ষিপ্ত ভাবে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে দেওয়া আর হবে না। সিদ্ধান্ত হয়েছে আসানসোল থেকে প্রয়াগরাজগামী যে সমস্ত ট্রেন যাবে বা আসানসোলের ওপর যাচ্ছে তারজন্য নির্দিষ্ট ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। ওই প্ল্যাটফর্ম থেকেই যাবে। কারণ এই একটি প্লাটফর্ম যেখানে যাওয়ার জন্য কোন সেতু বা এক্সেলেটর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। প্রতীক্ষালয় বা হোল্ড জোনের আঁকাবাঁকা ব্যারিয়ার দিয়ে যাত্রীদের ঢোকানো হবে মেন গেট দিয়ে আর স্টেশনে বাইরে যাওয়ার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে পার্সেলরুমের দরজা।

উল্লেখ্য, বুধবার আসানসোল স্টেশন থেকে কুম্ভ যাওয়ার স্পেশাল ট্রেন ছাড়ার কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী সুরক্ষার জন্য একাধিক ব্যবস্থা নেন। ট্রেন নির্ধারিত সময়ের বেশ কয়েক ঘন্টা পর ছাড়লেও ছাড়া নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টারও অধিক সময়ের আগে ট্রেনকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা রেলের সুরক্ষা কর্মীরা প্রথমে এসি ও পরে নন এসি এবং শেষে অসংরক্ষিত কামরার যাত্রীদের দফাই দফাই ট্রেনে প্রবেশ করতে দেন। এদিন রেল কর্তৃপক্ষের এই নিরাপত্তা আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন কুম্ভ যাত্রীরা।

পঠনপাঠনের অবহেলায় স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমা ও শিক্ষকদের দেরিতে পৌঁছনোর অভিযোগে ক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলের পরিকাঠামো আছে। আছে পড়ুয়া এমনকি পর্যাপ্ত শিক্ষকও। কিন্তু স্কুলে শিক্ষকদের আসি যাই মাইনে পাই মনোভাবের জন্য ধীরে ধীরে লাটে উঠছে স্কুলের পঠনপাঠন। মঙ্গলবার শিক্ষকেরা দেরিতে স্কুলে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার অভিভাবকরা। অভিযোগ, এদিনও স্কুলে পৌঁছে দেরিতে পৌঁছনোর নানা অজুহাত দেখালেন শিক্ষকরা।

বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের ছাতারডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একসময় এই স্কুলে সব মিলিয়ে পড়ুয়া ছিল ৫০ থেকে ৬০ জন। লেখাপড়ার মানও ছিল ভালো। কিন্তু স্কুলে থাকা দুই শিক্ষকের আসি যাই মাইনে পাই মনোভাবের জন্য ধীরে ধীরে স্কুলে পঠন পাঠনের মান যেমন নেমেছে তেমনই ধীরে ধীরে নেমেছে পড়ুয়ার সংখ্যাও। পড়ুয়ার সংখ্যা এখন নামতে নামতে ঠেকেছে মাত্র ২৯ জনে। এদিনও স্কুলে শিক্ষকরা এসে পৌঁছান ১১টা ১৫ নাগাদ। এদিনও দেরিতে শিক্ষকেরা এসে পৌঁছনোয়

শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

অভিভাবকদের দাবি, স্কুলে সাড়ে দশটার মধ্যে শিক্ষকদের পৌঁছানোর কথা থাকলেও প্রায় দিন শিক্ষকেরা স্কুলে আসেন ইচ্ছেমতো। কোনও কোনও দিন শিক্ষকদের স্কুলে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা বারোটাও বেজে যায়। স্কুল ছুটির ক্ষেত্রেও কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেন না শিক্ষকরা। কখনও কখনও বেলা ২টোর পর পড়ুয়াদের মিড ডে মিল খাইয়েই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে দুই শিক্ষক কোনও কারণ ছাড়াই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে স্কুলে আসেন। স্কুলে এসেও পড়ুয়াদের দিয়ে জল আনানো সহ অন্যান্য কাজ করার অভিযোগও উঠেছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। এদিন দেরিতে স্কুলে পৌঁছনোর ব্যাপারে শিক্ষকেরা তেমন জোরালো সাফাই দিতে না পারলেও অন্যান্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের দাবি, বিভিন্ন অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত কাজকর্ম থাকার ফলেই কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়।

বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলায় ২২ জন মণ্ডল সভাপতির নাম প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের নিচুতলা থেকে সংগঠনকে সাজাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনের কাজ চলছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপির কাটোয়া জেলার মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে। বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার নির্বাচনী আধিকারিক দেবতনু ভট্টাচার্য ২২ জন মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করেছেন।

রায়না ১ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন প্রভাত মালিক, রায়না ২ মণ্ডলে সন্দীপ মাঝি এবং রায়না ৪ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্বে এসেছেন তমাল ঘোষ। জামালপুর ১ নং মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন প্রধান চন্দ্র পাল। জামালপুর ৩ নং মন্ডল সভাপতি হয়েছেন অসীম শীল। মেমারি ৩ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন কানাইলাল সরকার, মেমারি ৪ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন শ্রীকান্ত ঘোষ। কালনা ১ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন পার্থপ্রতিম তা, কালনা ২ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সব্যসাচী ব্যানার্জি, কালনা ৩ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সমীরণ হাওলাদার, কালনা ৪ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন গৌর মণ্ডল। পূর্বস্থলী দক্ষিণ ১ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন অনুপ হালদার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ ২ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, পূর্বস্থলী দক্ষিণ ৪ নং মন্ডল সভাপতি হয়েছেন তাপস হালদার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ ৫ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন অরবিন্দ প্রামাণিক। পূর্বস্থলী উত্তর ১ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন গৌতম হালদার, পূর্বস্থলী উত্তর ২ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন নিতাই চন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী উত্তর ৩ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সুজিত হালদার, পূর্বস্থলী উত্তর ৪ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সুদেব পণ্ডিত, পূর্বস্থলী উত্তর ৫ নং মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতিমা সাহা। কাটোয়া ১ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন অনিল পল এবং কাটোয়া ৬ নং মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন স্বরূপ মণ্ডল।

বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার নির্বাচনী আধিকারিক দেবতনু ভট্টাচার্য ১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ২২ জন মণ্ডল সভাপতির নাম প্রকাশ করেছেন। মণ্ডল সভাপতিদের নাম প্রকাশ হতেই বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বসিত।

বিদ্যুতের হাই টেনশন টাওয়ারের কাজে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক, জখম ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজস্থানে বিদ্যুতের হাই টেনশন টাওয়ারের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার এক শ্রমিকের। জখম হয়েছেন ৫ জন। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের শিকর জেলার পলসানা এলাকায়। আর এই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শোকের ছায়া নেমে এল মালদার ইংরেজবাজার থানার মিল্কি এবং শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিচয় শ্রমিকের নাম সামিউল শেখ (২০), সফিকুল শেখ (৩৫), মিঠুন খান (২৬) এবং শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রাসেল শেখ (৩৫), হেলু শেখ (২৮) ও মনিরুল শেখ (২৬)। মৃত যুবকের বাড়ি ইংরেজবাজারের মিল্কি এলাকায় বাকি আহতদের বাড়ি শোভানগর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাস আগে ভিন রাজ্য টাওয়ারের কাজে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংরেজবাজারের ওই দিনমজুরেরা। প্রতিদিনের মতো সোমবারও সেখানে বিদ্যুতের হাই টেনশন টাওয়ারের মাথায় উঠে কাজ করছিলেন তাঁরা। কাজ করার সময় হঠাৎই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ে টাওয়ারটি। সেখানে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সামিউল শেখ নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনায় আহত হন সঙ্গে থাকা আরও ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক।

এই ঘটনার খবর পেয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী এবং ইংরেজবাজার মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সুলতানা সাবানা ইয়াসমিন। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান তারা। পাশাপাশি মৃতদেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কথা বলেন এবং মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সমস্ত রকম সরকারি আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তাঁরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মাধ্যমিক পরীক্ষার ভূগোল পরীক্ষা চলাকালীনই হঠাৎই শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে এক পরীক্ষার্থী। অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ছাত্রী। ছাত্রীর নাম শ্যামলী ঘোড়ুই। বেশ কিছুক্ষন অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এর পরেই তাকে ওই অবস্থাতেই খানাকুল ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা করার পর কিছুটা সুস্থ হলে পরীক্ষা দিতে শুরু করে হাসপাতালের মধ্যেই। তার কাছে মহিলা পুলিশও রাখা হয়।

জানা গিয়েছে, শ্যামলী খানাকুলের নন্দপুর রূপচাঁদ অ্যাকাডেমির ছাত্রী। তার কুমারহাট হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রে সিট পড়ে। সেখানেই তিনি পরীক্ষা দিচ্ছিল। আর তখনই পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা ও পুলিশ প্রশাসন তড়িঘড়ি খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসেন। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক জানান, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল পরীক্ষা চলাকালীন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা করেন। তারপর কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর সে হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তায় পরীক্ষা দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে অসুস্থ ছাত্রীর মনোবল বৃদ্ধি করতে উপস্থিত হন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও খানাকুল থানার ওসি মুন্সি হামিদুর রহমান। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, ‘এটা ছেলেমেয়েদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। তাই তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি উৎসাহ দেওয়া এবং সাহস জোগানো প্রয়োজন। তাই ছাত্রীটিকে হাসপাতালে দেখতে যাই।’

কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের বাঁশড়া এলাকার একটি বেসরকারি রডের গোডাউনে রডের বান্ডেল ক্রেন থেকে আছড়ে পড়ে, প্রায় দু' টন লোহার রিংয়ের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল বছর ৪২ এর পুরুলিয়ার হুড়া থানা এলাকার কুমড়াবাইদ গ্রামের বাসিন্দা সত্যদেব পতির।

এই ঘটনাকে ঘিরে ওই গোডাউন কর্তৃপক্ষর গাফিলতির অভিযোগ এনে বিক্ষোভ দেখান মৃতের সহকর্মীরা ও পরিবারের লোকজন। সহকর্মীদের অভিযোগ, একপ্রকার কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই সকল শ্রমিকদের কাজ করানো হয়। শ্রমিকদের দেওয়া হয়না সুযোগ-সুবিধা, জোরপূর্বক কম বেতনে কাজ করানো হয় বলেই অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রানিগঞ্জ থানার পুলিশ।

রানিগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই মৃত শ্রমিকের দেহ রেখে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে অবিলম্বে নিরাপত্তার দাবি ও মৃত শ্রমিককের পোষ্যকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন। যদিও এ বিষয়ে লোহার গোডাউনের মালিক উমেশ ডোকানিয়া ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালের কাছে এসেদাবি করেছেন সমস্ত রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা তারা করে থাকেন কী কারণে এমনটা বলছে বা হয়েছে সেটা সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা নেই, তিনি ওই মৃত শ্রমিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ যাতে দেওয়া হয় তার জন্য উদ্যোগ নেবেন বলেই জানিয়েছেন। এখন দেখার এ বিষয়ে আগামীতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ।

প্রশাসনিক নির্দেশ মেনেই দখলদাররা সরার কাজে নেমেছেন জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একদিকে বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কের সম্প্রসারণ অন্যদিকে কৃষক সেতুর বিকল্প হিসেবে শিল্পসেতু নির্মাণ উভয় কাজকে সামনে রেখেই এবার সরকারি জায়গা যা দখল হয়ে রয়েছে দীর্ঘ বহু বছর ধরে। সেই সমস্ত জায়গা দখলমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পূর্ত দপ্তর। ইতিমধ্যেই বর্ধমানের তেলিপুকুর থেকে রায়নার বাঁকুড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'ধার সম্প্রসারণের জন্য দখলদার মুক্ত করার ঘোষণা করেছে পূর্ত দপ্তর। মাইকিং করে সমস্ত দখলদারকে জায়গা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা খালি না করলে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে।

প্রশাসনিক নির্দেশ মেনেই এবার দখলদাররা নিজেদের সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করলেন জোরকদমে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বর্ধমানের তেলিপুকুর থেকে বাঁকুড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে থাকা দখলদাররা নিজেদের সামগ্রী যেমন সরিয়ে নিচ্ছেন পাশাপাশি যে সমস্ত নির্মাণকাজ করা ছিল এতদিন যাবত সেই সমস্ত নির্মাণ কাজও ভেঙে ফেলছেন নিজেদের উদ্যোগেই। পোলেমপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাস্তার ধারে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন বছরের পর বছর ব্যবসা করছিলেন তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের দোকান সামগ্রী যেমন

সরিয়ে নিচ্ছেন পাশাপাশি ঘর ভাঙার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

প্রশাসনের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা করে তাঁরাও চাইছেন উন্নয়ন হোক এবং রাস্তা সম্প্রসারিত হোক। তবে কাজ সম্পন্ন হলে তাদের যাতে পুনর্বাসন দেওয়া হয় বা যে সময়ে কাজ চলবে সেই সময়কালে ব্যবসার জন্য তারা নির্দিষ্ট কোনও স্থানে যদি বসতে পারেন তারও দাবি করছেন স্থানীয় এলাকার ব্যবসায়ীরা। এই রাস্তার ধারে বিগত পাঁচ দশক বা ছয় দশক সময় ধরে ব্যবসা করছেন একাধিক ব্যবসায়ীরা রয়েছেন । রাস্তা সম্প্রসারণ এর জন্য তাদেরকে সরে যেতে বলা হওয়ার পর তারা এরপর কোথায় যাবেন তা নিয়ে যেমন দুশ্চিন্তা বাড়ছে তার পাশাপাশি পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছেন সকলে।

বর্ধমান আরামবাগ রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু হওয়ার কথা রয়েছে পাশাপাশি শিল্প সেতু তৈরির কাজও শুরু হবে । বর্ধমান শহরের সঙ্গে দক্ষিণ দামোদর বাঁকুড়া পুরুলিয়া হাওড়া হুগলি মেদিনীপুরের যোগাযোগ আরও দ্রুত সম্পন্ন হবে এমনটাই আশা প্রকাশ করছেন সকলে। তবে দীর্ঘদিন ধরে যারা রাস্তার পাশে ব্যবসা করছিলেন তারা যাতে পুনরায় ব্যবসা করার সুযোগ পান তার দাবি জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশি নাগরিক সহ গ্রেপ্তার ২২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অবৈধ ভাবে বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে বসবাস করায় তাকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। তাকে ভারতবর্ষে থাকার সাহায্য করায় গ্রেপ্তার আরও দুই। মঙ্গলবার ধৃত তিনজনকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। বর্ধমান থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা হয়েছে সেগুলি হল মামলা নং-১৮৬/২৫ তারিখ-১৭/০২/২০২৫, বিদেশি আইন এবং ২৪৯ বিএনএস, ২০২৩ ধারায় গ্রেপ্তার তিন। রাজু আহম্মেদ (৩২ বছর) কুরশাপুর পিএস-গফরগাঁও, জেলা- প্রধান মানসিং, বাংলাদেশ,

সুদীপ কুমার দাস বাপন (৩৭ বছর) আসসোল (পিএস)। জেলা-পশ্চিম বর্ধমান এবং সেখ মাজেদ রোহমান (৬৩ বছর) বাজেপ্রতাপপুর মালিরবাগান পিএস-বর্ধমান, ১৭/০২/২০২৫ তারিখে বর্ধমান থানার একজন এসআই রণেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কাছ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়ে ১৭তারিখে আনুমানিক বিকাল ৫টা নাগাদ অভিযোগকারী এসআই রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল সূত্রের মাধ্যমে, রাজু আহমেদ নামের একজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেন, যিনি কোনও উপযুক্ত ভিসা, পাসপোর্ট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নথি ছাড়াই অবৈধ ভাবে ভারতে দশ দিন ধরে বসবাস করছেন। এই দশ দিন তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তিনি প্রবেশ করেন দালাল মারফত ভারতে এবং সুদীপ কুমার দাস ও শেখ মাজেদ রহমান ভারতে প্রবেশ করতে এবং আশ্রয় দিতে সহায়তা করেছেন।

বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর থেকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। রাজু আহমেদ একজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং সুদীপ কুমার দাস তাকে বিদেশি হিসেবে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করতে সহায়তা করেছিলেন এবং অপর একজন শেখ মাজেদ রহমান অর্থের বিনিময়ে তাদের পরিচয় জানার পরেও তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ধৃত সুদীপ কুমার দাস ওরফে বাপন বাংলাদেশি ট্রেস পাসার এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং আরেকজন শেখ মাজেদ রহমান তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যাবস্থা করে। তারা বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্থের বিনিময়ে জাল ভারতীয় নথি তৈরির কাজ করেছে।

রোজগার সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে কোম্পানিতে চাকরি দেড় হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্য সরকারের রোজগার সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি পেলেন দেড় হাজার যুবক যুবতী।

মঙ্গলবার মেদিনীপুর সদর পলিটেকনিক কলেজে আইটিআই, পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল পাশ যুবক যুবতীদের হাতে বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষ থেকে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই জব ফেয়ার অনুষ্ঠানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের ১৬টি বেসরকারি কোম্পানির আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের জব পোর্টালে প্রায় ৬ হাজার বেকার যুবক-যুবতী নাম লিখিয়েছিলেন। তার মধ্যে কোম্পানিগুলি তাদের নিয়ম এবং পদ্ধতি মেনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা নেয়। সেইমতো পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগপত্র দিয়ে দেওয়া হয়। মেদিনীপুর সদর পলিটেকনিক কলেজে আয়োজিত এই জব ফেয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক কেম্পা হন্যাইয়া, বিধায়ক দীনেন রায়, কোম্পানির পক্ষ থেকে কৌশিক কুমার দাস, শুভ মজুমদার ও অন্যান্যরা।

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রেল স্টেশনের পাশের ফাঁকা জায়গায় ডেকে নিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল স্থানীয় আকবর আলি নামে প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা হাসনাবাদ শাখার নিমদাঁড়িয়া-কোদালিয়া স্টেশন চত্বরে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। উত্তেজিত জনতা এদিন তার দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেয়। রেল স্টেশনের পাশে আকবরের একটি দোকান আছে। সোমবার সে ওই কিশোরীকে দোকানে ডাকে। তারপর তাকে দোকানের পিছনে ডেকে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে নিয়ে আকবর ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। বাড়ি ফিরে নির্যাতিতা কিশোরী পরিবারের লোকেদের সব কথা বলে দেয়। রাতেই ওই কিশোরীর পরিবারের লোকেরা বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত আকবরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পাশাপাশি নির্যাতিতা কিশোরীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। আদালতে ওই কিশোরীর গোপন জবানবন্দি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জয়রামবাটিতে পুণ্যার্জনে ‘নরক’ দর্শন পুণ্যার্থীদের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুণ্যভূমি জয়রামবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন মা সারদা দেবী। সেই কারণেই প্রতিদিন দূর দূরান্তের ভক্তরা আসেন এই পুর্ণ্যভূমিতে পুণ্যঅর্জন করতে। জয়রামবাটির প্রবেশ দ্বারের একটু আগেই রয়েছে সারদা কানন। পাশ দিয়ে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে আমোদর নদ। লোকশ্রুতি হিসেবে জানা যায় একসময় সারদা দেবী তাঁর ভাই বোনেদের নিয়ে এবং সন্তানদের নিয়ে এই আমোদর নদে স্নান করতে আসতেন। সেই আমোদর নদ এখন নোংড়া আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে

গেলে দুর্গন্ধে গা ঘিনঘিন করে।

আমোদর নদ শ্রী শ্রী সারদা দেবীর কাছে সাক্ষাৎ গঙ্গা হিসেবেই আখ্যায়িত এই নদের বর্তমান অবস্থা চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস হয় না! বাঁকুড়ার দিক থেকে শ্রী শ্রী সারদা দেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের প্রবেশ দ্বার হিসেবে চিহ্নিত আমোদর নদীর খাল নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউণ্ড না থাকায় নোংরা আবর্জনা ফেলে যায় মানুষ। ফলে দুর্গন্ধে টেকা যায় না বলেই দাবি এলাকাবাসীরে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন মাতৃমন্দিরে আসেন। কখনো কখনো ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা পৌঁছে যান স্থানীয় পার্ক থেকে আমোদর নদের পাড়েও। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর এই পরিবেশ কখনও কখনও অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। একদিকে পরিবেশ দূষণ, অন্যদিকে দৃশ্য দূষণ! সব মিলিয়ে আমোদর নদের এই খাল এলাকা সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটক সকলের কাছেই অত্যন্ত মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও সন্ধ্যা থেকেই এই নদের পাড়ে অসামাজিক কাজকর্ম চলে বলে অভিযোগ। প্রশাসন সব জেনেও না জানার ভান করে আছে বলে দাবি। এবিষয়ে কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মলয় বাগকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। খুব দ্রুত এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। কবে যে সুরাহা হবে সেদিকেই তাকিয়ে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ।

মাধ্যমিক চলাকালীন অসুস্থ দুই পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে দুই পরীক্ষার্থী। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বটগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী নার্গিস খাতুন মঙ্গলবার তার পরীক্ষাকেন্দ্র ভেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে আউশগ্রামের লক্ষ্মীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা সুশীলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী কারমিলা হাঁসদা গুসকরা পিপি ইনস্টিটিউশনে পরীক্ষা দেওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকেও গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

এ’ গ্রুপ বিশ্লেষণ: চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।

র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ৮ টি দল রয়েছে দুই গ্রুপে। গ্রুপ এ’তে আছে আগের ৩ চ্যাম্পিয়ন। ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড। ওদের সঙ্গী বাংলাদেশ। নামে-ভারে এগিয়ে সবশেষ আইসিসি ইভেন্ট টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী রোহিত শর্মারা। ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল ভারত। আর ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

এবার ভারতের স্কোয়াডে আছে ৫ স্পিনার। অক্ষর প্যাটেল, কুলদ্বীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাদেজা। দুবাইয়ের উইকেট বিবেচনায় ভারতের এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহ এবার নেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। তার শূন্যতা পূরণ করতে মুখিয়ে আছেন আর্শদ্বীপ সিং, মোহাম্মদ শামিরা। ইন ফর্ম শুভমান গিল, এক্স ফ্যাক্টর ঋষভ পন্থ। সঙ্গে রোহিত, কোহলির মত কিংবদন্তিরা দলটির ব্যাটিং নিউক্লিয়াস।

আয়োজক পাকিস্তান শেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন। ঘরের মাঠে খেলা থাকলেও প্রত্যাশার চাপ থাকবে বাবর-রিজওয়ানদের।পাকিস্তান দল পেস নির্ভর স্কোয়াড, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ হাসনাইন, নাসিম শাহ, হারিস রউফের মতো তারকারা থাকছেন। স্পিনে ভরসা লেগি আবরার আহমেদ। এছাড়া ব্যাট হাতে আলো ছড়াতে তৈরি আছেন অধিনায়ক রিজওয়ান, বাবর, ফখর জামানরা।

কয়েকদিন আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মিশন শুরু করবে ব্ল্যাকক্যাপরা। অবশ্য ইনজুরির কারণেচ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তারা পাচ্ছে না তাদের তারকা পেসার বেন সিয়ার্সকে। তারপরও তারা দ্বিতীয় শিরোপার দাবিদার। কারণ, অভিজ্ঞ আর তারুণ্যের মিশেলে গড়া ব্ল্যাকক্যাপ স্কোয়াড। কেন উইলিয়ামসন, রাচিন রবীন্দ্র, কনওয়েরা আছেন দলে।

আর এই চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে ইতিহাস গড়ার সুযোগ। গত আসরে সেমি খেলেছিল টিম টাইগাররা। তবে সেবারের দলের একঝাঁক ক্রিকেটার নেই এবারের দলে। তামিমের অবসর আর সাকিবের শূন্যতা থাকবে। টিম ম্যানেজমেন্টকে অভয় দিচ্ছে তাসকিন, মুস্তাফিজ, নাহিদ রানাদের পেস ইউনিট। লেগি রিশাদ হাসান হতে পারেন তুরুপের তাস।

দুবাইয়ে ক্রিকেটারদের কাছে যেতে পারবে পরিবার

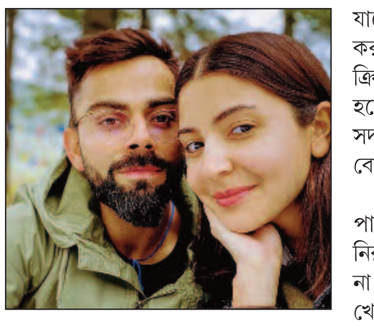

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১৮ ফেব্রুয়ারি: বিরাট কোহলিদের জন্য কিছুটা সুর নরম করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দুবাইয়ে ক্রিকেটারদের কাছে যেতে পারবে পরিবার। প্রথমে জানানো হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মাত্র ১৯ দিনের প্রতিযোগিতা, তাই পরিবারের কেউ ক্রিকেটারদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল বোর্ড। তবে রইল একটি শর্ত।

২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু ভারতের। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে তা হলেও তিন সপ্তাহের বেশি চলবে না প্রতিযোগিতা। বোর্ডের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যদি ৪৫ দিন বা তার বেশি দিনের বিদেশ সফর থাকে তা হলে সেখানে দু’সপ্তাহের জন্য পরিবার ক্রিকেটারদের সঙ্গে থাকতে পারবে। এ ক্ষেত্রে যে হেতু প্রতিযোগিতার দিন অনেক কম, তাই বোর্ড জানিয়েছিল যে পরিবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না ক্রিকেটারেরা। সেই সিদ্ধান্তেই বদল। ‘দৈনিক জাগরণ’ সূত্রে খবর, একটি ম্যাচের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ফতোয়া থাকলেও এক সিনিয়র ক্রিকেটার আবেদন করেছিলেন যাতে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, যা নাকচ করে দিয়েছিল বোর্ড। এ বার বিসিসিআই জানিয়েছে, একটি ম্যাচের জন্য ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যেরা দুবাই যেতে পারবেন। তবে কোন ম্যাচে তাঁরা যাবেন, সেটা ক্রিকেটারেরা ঠিক করবেন। বোর্ডের কাছে ক্রিকেটারদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে কোন ম্যাচে কার পরিবারের সদস্যেরা দুবাই যাবেন। তার পর বোর্ড অনুমতি দেবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। তবে ভারতীয় দল নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তান যাবে না। রোহিত শর্মারা সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবেন। সেখানেই ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ভারতের। এর পর পাকিস্তান (২৩ ফেব্রুয়ারি) এবং নিউ জ়ুল্যান্ডের (২ মার্চ) বিরুদ্ধে গ্রুপের পরবর্তী ম্যাচ খেলবেন রোহিতেরা। ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে ৪ মার্চ খেলবে তারা। ফাইনাল ৯ মার্চ। এই সব ম্যাচের মধ্যে যে কোনও একটি ম্যাচে পরিবারকে সঙ্গে পাবেন ক্রিকেটারেরা।

শাস্তি পেল আর্সেনাল, ৬৫ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লন্ডন, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ২৫ জানুয়ারি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে আর্সেনালের মাইলস লুইস-স্কেলির লাল কার্ডের ঘটনার পর খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য শাস্তি পেল আর্সেনাল। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিকে ৬৫ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে।

সেই ম্যাচে দলের খেলোয়াড়দের মাঠে খারাপ আচরনের জন্য আর্সেনালকে অভিযুক্ত করেছিল ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। একটি স্বাধীন কমিশন আর্সেনালকে জরিমানা করেছে বলে সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে এফএ। ক্লাবটি পরবর্তীতে অবশ্য অভিযোগ স্বীকার করেছে বলেও জানানো হয়েছে।

অনেকদিন পর ডার্বি জয়ের স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি মরসুমে ডার্বিতে দাপট দেখিয়েছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলই হোক, বা মহমেডান, একের পর এক ম্যাচ জিতেছে তারা। ৩৩১ দিন পরে ডার্বি জিতল ইস্টবেঙ্গল। চলতি মরসুমে দ্বিতীয় বার। ছোটদের বড় ম্যাচে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা।

রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে মঙ্গলবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই প্রধান। ব্যারাকপুরের মাঠে ৩৮ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন আরোমল এমকে। এক গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে ৭২ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান শ্যামল বেসরা। মোহনবাগানের হয়ে এক গোল শোধ করেন দর্জি তামাং। শেষ দিকে অনেক আক্রমণ করেও ইস্টবেঙ্গলরে রক্ষণকে ভাঙতে পারেননি সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা। ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল।

শেষ বার ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। এই প্রতিযোগিতাতেই ২-০ গোলে তারা হারিয়েছিল মোহনবাগানকে। সেই ম্যাচে লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল। এই ম্যাচেও গোল করলেন শ্যামল।

চলতি মরসুমে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মোট ১৩ বার মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে মোহনবাগান জিতেছে ন’বার। দু’টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। এর আগে ছোটদের একটি ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার সেই ছোটরাই আরও একটি ডার্বি জিতলেন।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

The following **N.I.Q. (N.I.Q. NO.: UKM/022/WW/2024-2025, DATED-05.02.2025 & N.I.Q. NO.: UKM/023/WW/2024-2025, DATED-05.02.2025.)** was supposed to be opened on **14.02.2025 after 3.00 p.m.** but state Govt. declared Holiday on that day for this reason the opening date of N.I.Q. will be extend up to **20.02.2025 after 3.00 pm.** and bid submission closing date will be extend up to **20.02.2025 before 1.00 p.m.**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Construction of Concrete Road & Underground DWC pipe drain at ward no. 04, 05, 07, 08, 11, 14, 15 under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-19(e)/2024-25**, last date: 26.02.2025 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. Website: wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, **Kanainagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 21e/ KNGP/ 2024-25,** Last date of submission **25.02.2025 up to 10.30 a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

Naba Ballygunge Mahavidyalaya
27 E, Bose Pukur Road, Kolkata : 700042.

TenderReferenceNo: NBM/Prin/eNIT02/24-25 & NBM/Prin/eNIT03/24-25
e-Tender is hereby invited on behalf of College from the eligible bonafide vendors for one no. work and One no service details published on **19th Feb' 2025.** Details of tender may be seen at. https://wbtenders.gov.in or https://nbmahavidyalaya.in

Sd/- Principal
Naba Ballygunge Mahavidyalaya

eTender notice of Gohaliara GP
Dubrajpur Dev. Block, Birbhum

Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 1(One) Scheme of 15th FC(Untied) & 1(One) Scheme of 5th SFC(Tied) vide NIT No-10/GGP/24-25 DATED.11.02.2025
Bid Starts : 13/02/2025
Bid Closes: 22/02/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.

Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/039(e)/2024-25
Date- 18.02.2025

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for supply of M.S. Sheet. Documents download start date & Bid submission start date- **18.02.2025.** Bid Submission Closing Date- **01.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

e-Tender Notice

NIT No. 52/24-25, dt. 17/02/2025
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 3 nos), Total Amount Rs. 5,60,615.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 25/02/2025 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)

Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:-05/ 2024-25, Dated:-17.02.2025** for Supply, fitting & fixing of different electrical items and electrical wiring in Poultry farm at WBCADC, Ranaghat- II Project Premises [Amounting to Rs. 1,33,593.00]. For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Deputy Project Officer,
WBCADC,
Ranaghat II Project

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 46/WS/ Eng/25 Dt. 18-02-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৯৫- ২০২৪-২৫, তারিখ ১৪.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** “১৪ স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ এনকেজি বিল্ডিং-এর ১৪তম তলে প্রস্তাবিত জিএসইউ অফিসে বৈদ্যুতিক কাজ” সম্বন্ধিত বৈদ্যুতিক কাজের অনুমিত মূল্য। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২২,৯৯,৯১৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,১১,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৪.০২.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৩.২০২৫ তারিখ, দুপুর ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৩.২০২৫ তারিখ, দুপুর ২টা। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫ তারিখ। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী পাওয়া যাবে। (SDAH-359/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪১, তারিখ ১৭.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩১৪। কাজের নাম ঃ** “হাওড়া ডিভিশনে (০৯টি অবস্থানে) হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) সংস্থাপন” সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৪২,৩৬২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ২৪,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২০ দিন। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৫। কাজের নাম ঃ** (১) “ডিইএন/৪/হাওড়া শাখায় অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরপিএইচ জংশনের সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়নের, বিদ্যমান বিশ্রামাগার ও শৌচাগারসমূহের উন্নতির, প্ল্যাটফর্ম ১-এ পুনর্নির্মিত বুকিং অফিস সমাপ্তির” জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ এবং বিএইচপি-এর আসবাবপত্রের বন্দোবস্ত করা, (২) “ডিইএন/৪/হাওড়া শাখায় অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ এসএনটি-এর সম্মুখভাগ ও বারান্দার পুনঃউন্নয়ন, বুকিং অফিসের, শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরের উন্নয়ন, দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থাকরণের” জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, (৩) “এবিএসএস-এর অধীনে বর্ধমানে প্রস্তাবিত ২য় এন্ট্রি (জিএফ) সমাপ্তির, বুকিং অফিস, বিশ্রামাগারের সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়ন ও অভ্যন্তরে উন্নয়ন কাজের” জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫৭,০৬,৯৬৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ২,২৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১১। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ওল্ড স্টেশন কমপ্লেক্স ও হাওড়া নিউ স্টেশন কমপ্লেক্সে অফিসার্স রেস্ট হাউস (ওআরএইচ)-এর জন্য ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফ্টের প্রতিস্থাপনা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,১২,১৪১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ১,০৪,৩০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্‌ধ/ধর্মঘট থাকলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোন অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে যে কোন সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (HWH-612/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra-II Panchayat Samiti
North 24 Parganas

E-TENDER

NIT No: 60/BGP/15th FC/2025 Date- 12/02/25 Tender ID: 2025_ZPHD_816024 (SL 1 To 7 & 9 to10)
NIT No: 61/BGP/15th FC/2025 Date- 12/02/25 Tender ID: 2025_ZPHD_816023 (SL 1 To 7)
NIT No: 62/BGP/5th SFC/2025 Date 12/02/25 Tender ID: 2025_ZPHD_816028 (SL 1 To 4)
NIT No: 65/BGP/ZP FUND/2025 Date 12/02/25 Tender ID: 2025_ZPHD_815946-1
Bid submission Date **18/02/2025 to 25/02/2025.** Bid submission end Date **25/02/2025 Time 2.30 PM.** Bid Opening date **27/02/2025.**

Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-১৪আরটি, তারিখ ঃ ১৭.০২.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর-ভদ্রক সেকশন অটোম্যাটিক সিগন্যালিং কাজ ও স্টেশন ওয়ার্কিং রুলস (এসডব্লুআর)-এর অ্যাপেন্ডিক্স-“জি”-এর প্রস্তুতি ও সরবরাহের সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫ কেভিএ অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার, খড়গপুর-ভদ্রক সেকশন অটোম্যাটিক সিগন্যালিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সেকশনিং/স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম বোর্ড ও সিগমা বোর্ড-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,২৯,১৮,২৩৪.৬০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৬৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৫। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-1148)

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 88/BGP/ 2025, 89/BGP/2025, 90/BGP/ 2025, 91/BGP/2025, 92/BGP/ 2025 & 93/BGP/2025, Date: 12.02.2025. Fund: 15th FC.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **On or before 22.02.2025 at 02.00 PM.** Date of Opening of Tender : **25.02.2025 at 02.00 PM.** For details visit undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/24/2024-2025 তারিখ : ১৫.০২.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম-এইচএমসি অধীন লক্ষ্মীরতন শুক্লা অ্যাকাডেমি থেকে নতুন রাস্তা মোড় পর্যন্ত সড়কের সংস্কার সহ ৪৫০ মিমি ব্যাসের ডিআই পাইপ সংস্থাপন এবং ৩৫০ মিমি ব্যাসের ডিআই এবং ২০০ মিমি এইটডিপিই পাইপ সংস্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ সহ বেলগাছিয়া ভাগাড় পাম্প হাউস নির্মাণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৩.০৩.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৭৬(৩)/২৪-২৫
১৮.২.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই মাস্কের: হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ১৮ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের দেশটির সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক কোনও ক্ষমতা নেই বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, আমেরিকার সরকারি দক্ষতাবিষয়ক বিভাগের (ডিওজিই) আনুষ্ঠানিক কর্মী নন মাস্ক।

সোমবার আদালতে জমা দেওয়া নথিপত্রে এসব তথ্য জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। আমেরিকার নতুন বিভাগ ডিওজিইর প্রধান হিসেবে মনে করা হয় মাস্ককে। দেশের সরকারি ব্যয় কমানো এবং কর্মী ছাঁটাইয়ের লক্ষ্যে ক্ষমতায় বসার পর বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ট্রাম্প। গত নভেম্বরে তিনি বলেছিলেন, ডিওজিইর নেতৃত্ব দেবেন ‘মহান’ ইলন মাস্ক। আদালতে নথিপত্র জমা দিয়েছেন আমেরিকার প্রশাসনিক কার্যালয়ের পরিচালক জশুয়া ফিশার। ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে নিউ মেক্সিকো সহ ১৪টি রাজ্যের করা একটি মামলার পর নথিগুলো জমা দেওয়া হয়।

নথিতে বলা হয়েছে, ইলন মাস্ক হোয়াইট হাউসের একজন কর্মী এবং প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা। হোয়াইট হাউসের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার মতো মাস্কেরও নিজ থেকে সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই। তিনি শুধুই প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে পারবেন। তিনি ‘ডিওজিই সার্ভিস’ বা ‘ডিওজিই সার্ভিস টেম্পোরারি অর্গানাইজেশন’,এর কর্মীও নন।

মঙ্গলবার আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যম ট্রাম্প ও মাস্কের একটি যৌথ সাক্ষাৎকার সম্প্রচারের কথা রয়েছে। এর আগে সাক্ষাৎকারটির একটি খণ্ডাংশ প্রকাশ করা হয়। তাতে ইলন মাস্কই হোয়াইট হাউস চালাচ্ছেন; সমালোচকদের এমন মন্তব্যের কড়া জবাব দিতে দেখা যায় ট্রাম্পকে। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি, ইতিহাসে আমার চেয়ে বেশি আর কাউকে নিয়ে খারাপ প্রচার হয়নি। তবে আমি কী শিখেছি, তা আপনি কী জানেন ইলন? মানুষ স্মার্ট।’ এ সময় ইলন মাস্ক বলেন, ‘হ্যাঁ, আসলেই তাঁরা।’

অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

অমরাবতী, ১৮ ফেব্রুয়ারি: পরীক্ষার টাকা জমা দিতে না পারায় হেনস্থা করা হয়েছিল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ শুক্রবার বাড়ির অদূরে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গেল। এই ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ছাত্রের পরিবার।

পরিবারের দাবি, সামনেই পরীক্ষা ছিল। তার জন্য টাকা জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো টাকা জমা দিতে না পারায় প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন পড়ুয়া। তার মধ্যে কলেজ থেকেও তাঁকে নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে ওই ছাত্রের বাবা-মায়ের দাবি।

কলেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ওই ছাত্রের পরিবার। কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর চাপ দিচ্ছিলেন, তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ছাত্রের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, এই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েক জন পড়ুয়াকে একই কারণে হেনস্থা করা হয়েছিল। ছাত্রের মৃত্যুর পরই কলেজে ক্ষোভ ছড়ায় অন্য পড়ুয়াদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ তোলাবাজি করতেন।

Kalikapur No-1 Gram Panchayet
Kalikapur , Sonarpur Block , South 24 Parganas.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: Kali-1/192/2024-2025 (Sl.-1), Kali-1/193/2024-2025 (Sl.-1-5) & Kali-1/194/2024-2025, Date: 19.02.2025.** Bid Submission Start Date (Online): **19.02.2025 from 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **26.02.2025 up to 04:00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online) : **27.02.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kalikapur No-1 Gram Panchayet

GOBARDANGA MUNICIPALITY

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo: 1102/GM/NIT/PWD /24-25, Dated: 17/02/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIQ-11(e)/24-25, DT:-19/02/2025

The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Supply and delivery of 5 (Five) numbers of two wheeled Hydraulic Trailers with compartments at Gobardanga Municipality. **Last date of submission of Bid on 03/03/25. For details Visit: https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

স্বপ্ন ঘেরা পাহাড়ি গ্রাম

চুইখিম

ড. গৌতম সরকার

চুইখিম নিম্ন হিমালয়ের একটা স্বপ্নজাগা গ্রাম। হিমালয়ের প্রান্তে-প্রান্তরে ইদানিং যেসব হোমস্টে গড়ে উঠেছে তাদের মাঝে চুইখিম একদম শিশু। এখানে প্রায় কিছুই নেই বললে চলে, এরকম পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে বহুবার আমরা পৌঁছে গেছি কাঙ্খিত দার্জিলিং, গ্যাংটক, কালিম্পং, লাভা-লোলেগাঁও, রিশপ শহরে। তাই অহংকার দেখানোর কিছুই নেই চুইখিমের, তবে তুমি যদি আসো চুইখিম তোমাকেই চুপি চুপি তার সম্ভার খুলে দেখাবে।

সকালে কলকাতা ছেড়ে সময়মতো বাগডোগরা পৌঁছে নিজেদের সমর্পণ করে দিলাম বিশাল সুব্বার জিম্মায়। তার বোলেরোতে চেপে বাগরাকোটের আগে একটা টি-ব্রেক নিয়ে আড়াইটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম চুইখিম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল নরেশ হোমস্টেতে দুপুরে অর্গানিক সব্জি আর ডিমের কারি দিয়ে ভাত খেয়ে বেরোলাম অচেনা গ্রামের সাথে সখ্যতা পাতাতে। অচিরেই ভালোলাগায় ভরে উঠলো চারপাশ, হোলির রঙে রঙ মিলিয়ে এই প্রায় ঘুমন্ত গ্রাম ফুলের পরাগ, পাখির গান, পাইন বনের অহংকার, ধুলো ওড়া রাস্তার পালোয়ানি আর পাহাড়ি মানুষগুলোর সরল সাদা হাঁসি দিয়ে আমাদের রঙিন আবির গুলায় রাঙিয়ে দিলো। কিছু পরে সন্ধ্যা নামলো চেল ফরেস্টের ঘন বনছায়ে। সন্ধেবেলা নির্জন গ্রামের পথে হাঁটার আগে ওপরে একটা গরীব মনাস্ট্রি ঘুরে এসেছি। একদম উঁচুতে, লোকচক্ষুর আড়ালে, এখনও বিগ্রহের ঘর পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি উন্মুক্ত প্রান্তরে মাথার ওপর একটা আপাত আচ্ছাদনের নিচে ভগবান বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন, আর তাঁকে ঘিরে রঙ-বেরঙের প্রার্থনা পতাকা বসন্ত পবনের বাসন্তী ছোঁয়ায় পতপত করে উড়ছে। লোকবিশ্বাস পতাকা ছোয়াঁ হাওয়া যে পথ দিয়ে যাবে তার আশপাশের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে অপার শান্তি নেমে আসবে। এই অবসরে আমরাও পাপমুক্ত হলাম।

পরের ভোর এল পাখির ডাকে। প্রভাত ভ্রমণে কালকের রাস্তা ধরে হালকা উৎরাইয়ে কিছুটা যেতেই আশপাশের গাছপালা আরো ঘন হয়ে ঘিরে ধরলো। এ রাস্তায় কখনও পিচ পড়েনি; ছোট ছোট নুড়িপাথর সারা পথ জুড়ে ছড়ানো, তাই সাবধানে চলতে হচ্ছে। বেশ কিছুটা চলার

পর একটা শর্টকাট ধরে পড়ল ছোট একটা খেলার মাঠ, আর তার ঠিক নিচ দিয়েই চলে গেছে মূল রাস্তা। এই রাস্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিশাল সড়ক প্রকল্প চলছে; লাভা, লোলেগাঁও, কালিম্পং ছুঁয়ে চলে যাবে ছাঙ্গু, নাথুলা পাস। রাস্তাটি জাতীয় সড়ক এন এইচ ৭১৭-এ প্রকল্পের অন্তর্গত বাঁদিকে কতকগুলো বাড়িঘর দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি এখানেই কাল বিকেলে সিঁড়ি ভেঙে নেমেছিলাম পাহাড় এমন গোল গোল, কখনও সাপের মত এঁকেবেঁকে ঘোরাবে যে আপনার পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ গুলিয়ে যেতে বাধ্য

ব্রেকফাস্ট সেরে একই রাস্তা ধরে বিশাল সুব্বার ভাই অজয় সুব্বার গাড়িতে এগিয়ে চললাম। গন্তব্য- লোলেগাঁও, পোনবু দাড়া আর চারখোল। রাস্তায় পড়লো সুন্দর গ্রাম নিমবং, এক দোকানের অন্দরমহলে বসে চা খেতে খেতে বাড়ির মানুষগুলোর সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে উঠে পড়লাম। এরপর কালো পিচের মসৃন ও মনোহর পথ ধরে এগিয়ে লোয়ার চারখোল পেরিয়ে পড়ল পোনবু দাড়ার চড়াই। ঘন পাইনবনের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পথ উঠে গেছে গভীর থেকে গভীরে। কিছু পর পৌঁছে গেলাম এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। এটা একটা ভিউ পয়েন্ট, প্রকৃতি এখানে নিজেকে উজাড় করে সৌন্দর্য্যের রামধনু সাজিয়ে রেখেছে। যদিও সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার তবুও মেঘ-কুয়াশার ভিড় ঠেলে যেটুকু দেখলাম তাই বা কম কিসের!

ভিউপয়েন্টের নিচ দিয়ে এক স্বপ্নপথ এঁকেবেঁকে অনির্দিষ্টে চলে গেছে। তার কুহক ডাক অস্বীকার করার শক্তি, ইচ্ছা কোনোটাই ছিলোনা। ফিরে এসে রেলিং ঘেরা পোনবু দাড়া থেকে জঙ্গল, নদী, উপত্যকার আবছা সিল্যুয়েট চোখের দ্রাঘিমায় উঠে এল ওখান থেকে বেরিয়ে পৌঁছলাম লোলেগাঁও, এই জায়গাটা নিয়ে নস্ট্যালজিয়া আছে। আঠারো বছর আগে প্রথম এসেছিলাম। এখন অনেক বদলে গেছে, বেশ কয়েকটি বড় বড় হোটেল হয়েছে। যদিও ফরেস্ট রেস্ট হাউসের দিকটা এখনো অপরিবর্তিত, তবে হ্যাংগিং ব্রিজটা ভেঙে গেছে 'আন্ডার কনস্ট্রাকশন' লেখা থাকলেও সারাইয়ের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলামনা

আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল চারখোল। চুইখিম-চারখোল যেন যমজ দুই বোন। ছ-সাত বছর আগে জায়গাদুটোর কথা জানতে পারি, তখন থেকেই মনের মধ্যে তাদের নিত্য আনাগোনা। ২০১৬ সালে পরিকল্পনা করেও রাস্তা খারাপ থাকায় আসতে পারিনি তবে দুই যমজ বোনের তুলনা করতে বললে আমি অপারগ চুইখিম একটু বন্য, বোহেমিয়ান, রাফ; চারখোল যেন একটু সভ্য, ভদ্র, শহুরে, বনেদিয়ানাও যেন মিশে আছে পাহাড়ি জনপদটার পরতে পরতে। তবে আপনার কোন জায়গাটা বেশি পছন্দ হবে সেটির দায়িত্ব আমি নিতে পারবোনা। পছন্দ বড় আপেক্ষিক, কে বলতে পারে আমার সাথে আপনাদের পছন্দ মিললো না, তখন !

কীভাবে যাবেন ?

রাস্তা গেছে নিউ জলপাইগুড়ি-সেবক মোড়-তিস্তাবাজার-বাগরাকোট-মিনামোড়-চুইখিম বাগডোগরা দিয়ে গেলে সোজা তিস্তাবাজার, তারপর একই রাস্তা

কোথায় থাকবেন ?

চুইখিম পুরোপুরি হোম স্টে নির্ভর খুব বেশি থাকার আস্তানা নেই একটা হোম স্টে অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা বুকিংয়ের ব্যাপারটা দেখে

যোগাযোগ চুইখিম হামরো হোমস্টে- ০৯৭৩৩০-৭১৭১৬/ ৯৭৩৩০-৬৯৬৯০

ভদ্রেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দির এবং তটিনীর হাট

ডাঃ শামসুল হক

এমন একটা সময় ছিল যখন সমগ্ৰ ভদ্রেশ্বর এবং পাশের মানকুণ্ডু কিংবা চন্দননগর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমূহ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল ফরাসিদের দখলে। আর বিদেশী সেইসব শাসকদের অঙ্গুলি হেলনে চলত সেই অঞ্চলের প্রশাসনের কাজ ও । তখন সেই এলাকার অতি প্রসিদ্ধ একটা স্থানের নাম ছিল কৃষ্ণপটি । সেইসময় ফরাসিদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনী তেলেঙ্গিদের নিরাপদ একটা ঘাঁটি হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত ছিল সেই এলাকা । তাই সেই দেশের প্রশাসনের লোকজন ই সেই স্থানের নতুন নাম ও দিয়েছিলেন তেলেঙ্গি । বিদেশীদের দেওয়া সেই নাম স্থানীয় মানুষজনদের কিন্তু মোটেও পছন্দ হয়নি । কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস তাঁদের ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা মুখবুজে সহ্য করতেন সবকিছুই।

সেইভাবে চলেও ছিল অনেকগুলা বছর। আর তার ই মধ্যে কেবলমাত্র মানুষের উচ্চারণের ভুলেই সেই স্থান পরিচিতি লাভ করে তেলেনীপাড়া নামেই । বলাই বাহুল্য , তারপর থেকে নতুন সেই নামটাই হয়ে ওঠে তার প্রচলিত নাম ও । একটা সময় আবার সেই স্থান অন্নপূর্ণা মন্দির স্থাপনের কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ ও করে।

সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে আবার আছে একটা ইতিহাস ও । সেই অঞ্চলের দয়ালু জমিদার বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মন্দির। সেটা ১২০৮ বঙ্গাব্দের ঘটনা । পুরো জমিদার পরিবার ই তখন ছিলেন বারানসীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের একনিষ্ঠ ভক্ত । আর সেই ব্যাপারে জমিদার এবং তাঁর মায়ের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল সবচেয়ে বেশি । একটা সময় আবার জমিদারবাবুর মায়ের আবার এমনও ইচ্ছে জেগেছিল যে, জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি কাটিয়ে দিতে চান সেখানকার অন্নপূর্ণা মন্দিরেই। আর সেই ব্যাপারে ছেলের কাছে আর্জিও জানান তিনি । কিন্তু মাকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেবে কিছুতেই রাজিও হচ্ছিলেন না তিনি। আবার ওদিকে মাও নাছোড়বান্দা।

ফলে জমিদার বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে গেলেন মহা চিন্তায়। তাঁর হিতাকাঙ্খীদের সঙ্গে শুরু করলেন শলাপরামর্শ ও । অবশেষে স্থির হল যে, মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য জমিদার বাবু তাঁর বসতবাড়ির পাশেই স্থাপন করবেন বারানসির অন্নপূর্ণা মন্দিরের ধাঁচেই একটা মন্দির।

যথা সময়েই তৈরি হল সেই মন্দির। নামকরণ করা হল দেবী অন্নপূর্ণার ই নামে। স্থাপন করা হল শিব এবং অন্নপূর্ণার অষ্টধাতুর মূর্তিও । আয়োজন করা হল সারা বছরের পুজোর। আবার বছরের বিশেষ কয়েকটা দিনে অত্যন্ত ধূমধাম সহকারে ই আয়োজন করা হয় বিশেষ কয়েকটা পুজোর ও । অক্ষয় তৃতীয়া, দূর্গাপূজা, বছর শেষের অন্নপূর্ণা পুজো সমগ্ৰ অঞ্চল ই আবার সেজে ওঠে নতুন সাজেও ।

চৈত্র মাসের শেষ দিনে সমগ্ৰ মন্দির চত্বর ই একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। পুরো এলাকাই সাজানো হয় ফুল এবং আলো দিয়ে । সেদিন মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বিগ্ৰহদের বের করে বাইরের চাতালে রাখা হয়। বৈকালে বন্দোপাধ্যায় পরিবারের নিজস্ব রথে চড়িয়ে ঘোরানোও হয় । সেদিন সমগ্ৰ মন্দির প্রাঙ্গণ ছাড়াও লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে আশপাশের এলাকাও । বসে মেলাও।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের টানেই ভদ্রেশ্বরে ছুটে আসেন বিভিন্ন এলাকার মানুষজন । আর সেইসঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে তাঁরা পেয়ে যান সেই এলাকার অতি আকর্ষণীয় একটা হাটের সন্ধান ও । তটিনীর হাট, এই নামেই প্রচলিত সেই হাট আবার মেয়েদের ই নিজস্ব একটা হাট হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন ও করেছে । আবার অভিনবত্বের দিকে দিয়েও ইতিহাসের পাতায় তটিনীর হাট যে বিশেষ একটা জায়গাও জায়গা করে নিয়েছে সেটা বোঝা যায় সেখানে পা রাখলেই।

গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল শ্রীমাণি ঘাটে বসে মেয়েদের সেই হাট। প্রতি বুধবার বৈকাল বসে সেই হাট। চলে রাত্রি পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের আদলে তৈরি সেই হাটে মেলে নানান ধরণের পুতুল, তালপাতার পাখা, হাতে তৈরি নানান ধরণের ব্যাগ এবং মেয়েদের ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যসামগ্রীও । তা ছাড়াও মেলে শাড়ি, বেডকভার, বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা, ঘরে তৈরি ধূপকাঠি, মোমবাতি, হাতে তৈরি গয়না, বুটিকের কারুকার্য ইত্যাদি।

চতুর্দিকে এখন চলছে ফাষ্টফুডের ই রমরমা । আর সেটা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর সেটা বোঝেন সকলেই। তাই সচেতনতার তাগিদ অনুভব করেই এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় মহিলারাও। তাই সেই সমস্ত খাদ্য বস্তু থেকে মানুষকে , বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ই তাঁদের সেই প্রচেষ্টা। তাঁরা নিজেদের হাতে তৈরি করছেন নারকেলের নাড়ু, ঘুগনি, আচার, বড়ি , জিলিপি, আলুর দম, পাঁপড়,আমপোড়া সহ সস্তার অথচ স্বাস্থ্যকর নানান ধরণের খাবার এবং সেগুলোই সেখানে বিক্রির ব্যবস্থাও করছেন।

স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি হয়েছে সেই হাট। স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকা ভ্রমণ আড্ডার পরিচালক সমিতির প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র নতুনত্বের সন্ধানেই তাঁরা তাঁদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডকে শুধুমাত্র সাহিত্যের সীমান্তেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি । আরও বৃহত্তর জগতের সন্ধানেই তাঁরা আয়োজন করেছেন অতি অভিনব এই হাটের । সঙ্গে তাঁরা পেয়েছিলেন সরকারের সহায়তাও । তাই সর্বাঙ্গ সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠেছিল অতি সহজেই।

ভ্রমণ আড্ডার সুললিত পরিভ্রমণের নিত্যসঙ্গী ভাস্কর রায় , বিপ্লব বসু , শক্তিপদ ভট্টাচার্যরা হলেন আমার পূর্ব পরিচিত। তাঁদের কর্মযজ্ঞে মুগ্ধ হয়েছেন অনেক বিদ্ধজন ও । ত্রিশ চল্লিশ জন মহিলাদের নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁদের সেদিনের সেই দৌড় । এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় শতের কাছাকাছি। তাই নতুন সেই হাট নিয়ে তৃপ্ত ও সকলে । আর ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন যদি ভদ্রেশ্বরের অন্নপূর্ণা মন্দির দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে অতি অবশ্যই ঘুরে দেখতে পারেন তটিনীর হাট ও । তবে খেয়াল রাখতে হবে দিনটার কথাও । হাট বসবে বুধবার, তাই প্রস্তুতি নেবেন মঙ্গলবার থেকেই ।